DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. Digital Ready.

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

স্বাধীনতার মহানায়ক

"সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে।
তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই।
তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ভাই, জনগণের সন্তান।
তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।"

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

DoICT

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

"তারুণ্যের
শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি।
বিপুলসংখ্যক তরুণ সমাজের জন্য
একটি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ সরকারের
অঙ্গীকার। আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন
নয়, বাস্তবতা। ২০৪১ সালের মধ্যে
বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নত ও
সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার
পরিকল্পনা গ্রহণ
করেছি।"

শেখ হাসিনা, এমপি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"অনুকরণ নয় উদ্ভাবন, ডিজিটাল বাংলাদেশের দর্শন। আমরা এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে প্রতিটি মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন হবে"

সজীব ওয়াজেদ

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

"২০২১ সাল নাগাদ আমাদের দুই হাজারেরও বেশি সেবা অনলাইনে আসবে, ২০ লাখেরও বেশি তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থান আইসিটি সেক্টরে হবে, ৯০ শতাংশ জনগণ ইন্টারনেটে সংযুক্ত হতে পারবে"

জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্বখ্যাত লেখক ও সমালোচক অস্কার ওয়াইল্ডের একটি উক্তি আছে, “স্বপ্ন দেখা মানুষরা চাঁদের আলোতে পথ খুঁজে নিতে পারে; আর তারাই সবার আগে ভোরের সূর্য ওঠা দেখতে পায়”। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইশতেহারে যখন ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা দিয়েছিলেন, সেটিকে তখন অনেকেই অলীক কল্পনা বলে উপহাস করেছিল। কিন্তু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা ও তীক্ষ্ম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই ঘোর অমানিশার মাঝেও স্বপ্ন দেখার সাহস করেছিলেন এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও সাহসী পদক্ষেপের দ্বারা তিনি আমাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশের আলোয় উদ্ভাসিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক-নির্দেশনায় বিগত ১২ (বার) বছরে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের দ্বারপ্রান্তে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, দক্ষতা, কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন ইত্যাদি প্রতিটি সেক্টরেই আজ ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাধান। সর্বোপরি মানুষের জীবন-মানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার একটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ আমাদের সামনেই রয়েছে। বৈশ্বিক করোনা মহামারিতে সরকার একটি বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান প্রণয়ন করে প্রায় সব কিছুই সচল রেখেছে। সরকারি কার্যক্রম ছাড়াও মানুষ জরুরী প্রয়োজনসহ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। এটা সম্ভব হয়েছে দেশে। প্রথমত, বিগত বার বছরে দেশে একটি শক্তিশালী আইসিটি ব্যাকবোন গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান করে প্রয়োজনীয় কাজ অব্যাহত রাখা গিয়েছে যে কারণে করোনাকালেও প্রায় সবকিছু সচল ছিল।

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ বিশ্বের দ্রুত বর্ধমান অর্থনীতির একটি। বৈশ্বিক সমীক্ষাগুলো বলছে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান হবে ২৬তম অর্থনীতির দেশ। করোনার সময়ে বিশ্বের উন্নত দেশেও অর্থনীতিতে যখন নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে সেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে যা ৫.২ শতাংশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদের নেতৃত্ব অব্যাহত থাকলে আগামীর বাংলাদেশ শুধু উন্নত দেশই হবে না, ২১০০ বছরের ভিশন ডেল্টাপ্লান বাস্তবায়নেও দেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর হতে গৃহীত সার্বিক কর্মপরিকল্পনা ও সম্পাদিত কার্যক্রম অবহিতকরণের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই। আমি আশাকরি, এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি জনসাধারণের নিকট আরো সুস্পষ্ট হবে এবং জবাবদিহিতার প্রতিফলন ঘটবে। পরিশেষে অত্র অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ

মুখবন্ধ

এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন
মহাপরিচালক
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিববর্ষে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বিগত ১২ বছরে আমাদের অগ্রগতি, সাফল্য অনেক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্ব ও তাঁরই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক-নির্দেশনায় ১২ বছরের পথ যাত্রায় ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ এক দৃশ্যমান বাস্তবতা। বাংলাদেশের মানুষের কাছে নতুন অথচ আধুনিক একটি কর্মসূচিকে দৃশ্যমান বাস্তবতায় পরিণত করার কাজটি ছিল সত্যিই চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই এগিয়ে নেওয়া হয় ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম। কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট এবং আইসিটি ইন্ডাষ্ট্রি প্রোমোশন- এ চার স্তম্ভ ঘিরে নেওয়া অধিকাংশ উদ্যোগ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ।

সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ১৬০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমসহ ৪১৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। নতুন করে সারাদেশে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫০০০টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মুজিববর্ষে মহামারি করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনায় সারা দেশ থেকে Central Aid Management System (CAMS)-এর মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের কারিগরি সহায়তায় উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে যোগ্য বিবেচনায় মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৫ লক্ষ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের সকল খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী, ধর্ম মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম Central Aid Management System (CAMS) ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। CAMS প্ল্যাটফর্মটি মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে, যা তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রোগ্রামারদের একটি দল নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করেছে। প্রস্তুতকৃত সুরক্ষা সফটওয়ারটি সরকারের কোন অর্থ ব্যয় ছাড়াই প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সরবরাহ করা হয়েছে। নাগরিক নিবন্ধন ও ভ্যাক্সিন প্রদান সহ ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় "সুরক্ষা" সফটওয়ারটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সমুদয় কর্মকান্ড ও সাম্প্রতিক অর্জনসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে 'বার্ষিক প্রতিবেদনঃ ২০২০-২০২১' যা খুবই তথ্যবহুল। এ প্রতিবেদনের প্রস্তুতকর্মে আমার যেসকল সহকর্মী তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

তথ্যবহুল 'বার্ষিক প্রতিবেদনঃ ২০২০-২০২১' তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর-এর বাৎসরিক কর্মকান্ডের একটি প্রতিচ্ছবি যা অধিদপ্তরের আগামী কার্যক্রমকে আরো সমৃদ্ধ ও বেগবান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন

সূচিপত্র

১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর পটভূমি, ভিশন ও মিশন	১০
২	কার্যাবলী	১১
৩	সাংগঠনিক কাঠামো	১২
৪	জনবল কাঠামো	১৩
৫	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য	১৩
৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১৬
৭	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা	১৭
৮	ইনোভেশন কার্যক্রম	১৯
৯	২০২০-২১ অর্থবছরে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার বিবরণ	২৩
	৯.১ ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ	২৩
	৯.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	২৪
	৯.৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	২৪
	৯.৪ বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	২৪
	৯.৫ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)	২৪
১০	মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের সাথে Video Conference আয়োজন	২৬
১১	২০২০-২০২১ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক উদযাপিত ইভেন্টসমূহ	২৭

১১.১ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ ২৭

১১.২ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মুজিব (বঙ্গবন্ধু অনলাইন পোর্টাল স্থাপন) শীর্ষক কার্যক্রম ৩৫

১১.৩ শেখ রাসেল দিবস ৪১

১২ দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর (এমওইউ) ৪২

১৩ বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচি ৪৩

১৩.১ "সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন" কর্মসূচি ৪৩

১৪ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ৪৫

১৪.১ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প- ২য় পর্যায় ((Establishment of Sheikh Russel Digital Labs Project (Phase-2)) ৪৫

১৫ সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ ৪৭

১৬ প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ ৫১

১৬.১ "শি পাওয়ার: প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন-২য় পর্যায়" (She Power Project (Phase-2): Empowerment of Women Through ICT Frontier Initiative) ৫১

১৬.২ "এস্টাবলিশিং ডিজিটাল কানেকটিভিটি" প্রকল্প: Establishing Digital Connectivity (EDC) ৫৩

১৬.৩ সারাদেশে ৪৯২টি উপজেলায় এলইডি (LED) ডিসপ্লে স্থাপন প্রকল্প (Establishment of LED Display Board in 492 Upazilas) ৫৪

১৬.৪ তরুণদের জন্য ডিজিটাল সুযোগ তৈরি (Digital Opportunity for Youth (DOY)) ৫৫

১৬.৫ Accelerating Digital Content Industry (ডিজিটাল কনটেন্ট শিল্প সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প) ৫৭

১৬.৬ Digitalization of Islands, Beel and Haor area (DIBH) ৫৯

১

- পটভূমি,
- ভিশন ও
- মিশন

১.১ পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আইসিটি খাতকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বব্যাপী প্রয়োগ ও ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা নিশ্চিতকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা সমূহ প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানো, অবকাঠামো নিরাপত্তা বিধান, রক্ষণাবেক্ষণ, বাস্তবায়ন, সমন্বয় সাধন ও টেকসই উন্নয়ন, সম্প্রসারণ মান নিয়ন্ত্রণ ও কম্পিউটার পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩১ জুলাই, ২০১৩ তারিখে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর' গঠিত হয়।

১.২ রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প (Vision)

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।

অভিলক্ষ্য (Mission)

তথ্য প্রযুক্তি খাতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ মানব সম্পদ গঠন, শোভন কাজ সৃজন এবং ই-সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

২.
আইসিটি অধিদপ্তরের কার্যাবলী

০১ মানবসম্পদ উন্নয়ন

০২ কানেক্টিভিটি স্থাপন

০৩ অবকাঠামো উন্নয়ন

০৪ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন

০৫ কারিগরি সেবা প্রদান

০৬ আধুনিক প্রযুক্তি আত্মীকরণ ও সম্প্রসারণ

০৭ আইসিটি শিল্পের বিকাশ

০৮ আইসিটি'র ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ

০৯ ই-সেবা বাস্তবায়ন

১০ স্ট্যান্ডার্ড ও ইন্টার-অপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণ

৩ সাংগঠনিক কাঠামো

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

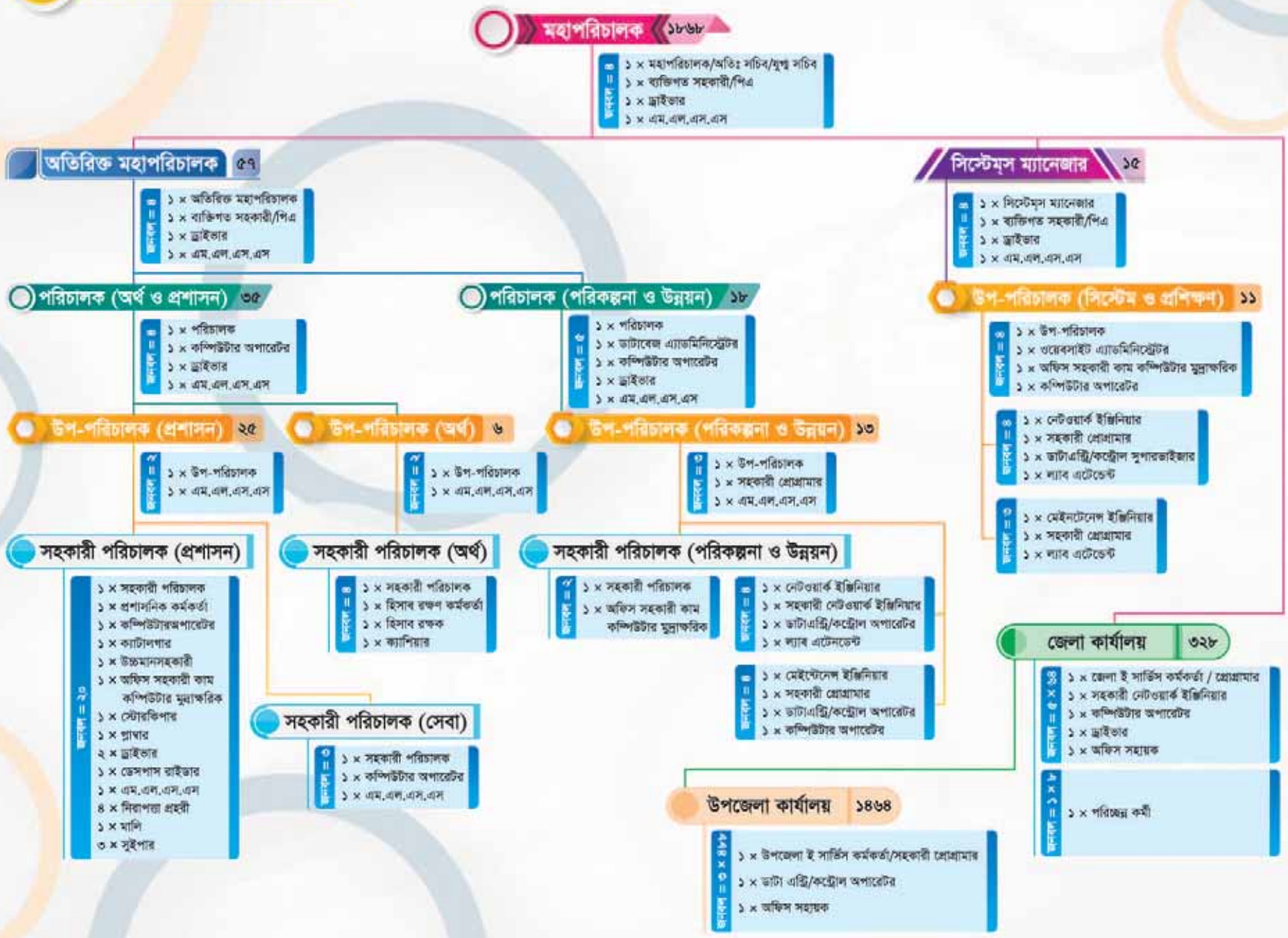

৪ জনবল কাঠামো (অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্যপদ)

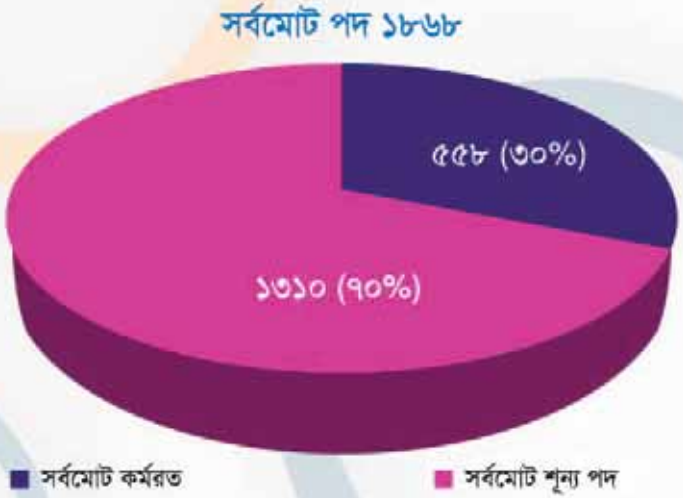

* শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে

৫ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

অর্থ শাখা হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দ প্রদান এবং মনিটরিং করা হয় । তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় জেলা কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ের বরাদ্দ ও ব্যয় নিম্নরূপঃ

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়

অফিস	বরাদ্দ (হাজার টাকায়)	ব্যয় (হাজার টাকায়)	শতকরা(%)
প্রধান কার্যালয়	১১৮১৮৪.০০	১০৫৫৭৬.০০	৯০%
জেলা কার্যালয়	১০৭০৭১.০০	১০৩১০১.০০	৯৬%
উপজেলা কার্যালয়	৪৩০৬৩৩.০০	৪১৯৬৬৬.০০	৯৭%

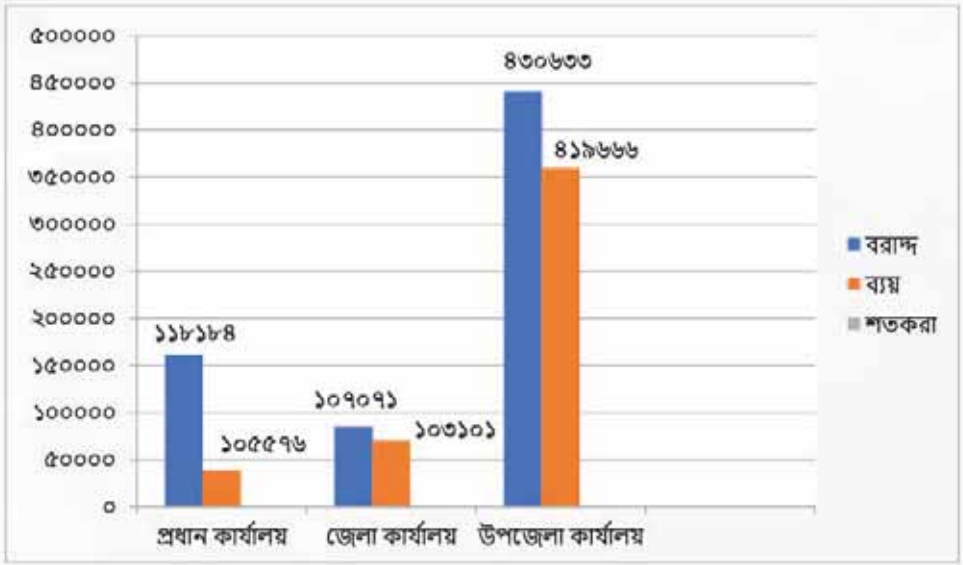

চিত্র ১: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ।

৫.১ এক নজরে বিভিন্ন অর্থ বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

বিবরণ	২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
অনুন্নয়ন বরাদ্দ	২১৯৬.১০	৩৩৪০.৯১	৪০০৩.৩৫	৪০৭৬.৫৩	৪৭২০.১৭	৭৫১১.২৪	৬৫৫৮.৮৮
অনুন্নয়ন ব্যয়	৫৭৯.৭৫	২৮৫৪.৯১	৩১৫৬.৭২	৩৩৩৩.৬৩	৩৭১২.২৭	৬৩৮৭.৩৯	৬২৮৩.৪২
শতকরা	২৬.৪০	৮৫.৪৬	৭৮.৮৫	৮১.৭৮	৭৮.৬৫	৮৫	৯৬

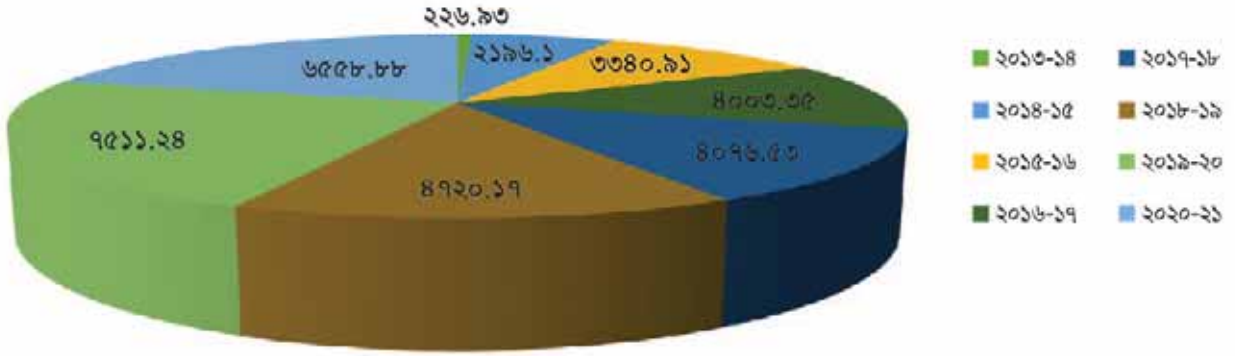

চিত্র ২: বিভিন্ন অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ।

৫.২ প্রশিক্ষণ বাজেটঃ

আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এবং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক বিভিন্ন ক্রয় কার্য সম্পন্ন করে আসছে। মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে অনেক কর্মকর্তা এ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ না পেয়েই বিভিন্ন ক্রয়কার্য, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ জন্যই আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের অর্থ শাখা হতে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রশিক্ষণ এবং বাজেট ও আইবাস ++ এর উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন জনাব এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী (যুগ্মসচিব), অতিরিক্ত মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর। প্রতিটি ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ১৬ টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ক্রয়কার্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং আইসিটি বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও Open Tendering Method (OTM), Direct Procurement Method (DPM), Request for Quotation (RFQ) পদ্ধতিতে বিভিন্ন ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়। iBAS সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাজেট প্রেরণ হতে শুরু করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনবিল কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হয়।

৫.২.১ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যঃ

(পাবলিক প্রকিউরমেন্ট): সরকারী ক্রয়কার্যের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা সম্পর্কে অবহিতকরণ। সরকারি ক্রয়ে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালা। সরকারী তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

আইবাস++ : বাংলাদেশ সরকারের সমন্বিত বাজেট এবং হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থা এবং Integrated Budget and Accounting System (iBAS++) এর সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজেট প্রণয়ন, বরাদ্দ, অনলাইনে বিল দাখিল ইত্যাদি আর্থিক কর্মকার্ন্ড সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

৫.৩ ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি)

আইসিটি অধিদপ্তর রাজস্ব বাজেট হতে ই-জিপির মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন ক্রয়কার্য সম্পন্ন করে। প্রধান কার্যালয়সহ উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং স্ক্যানার ক্রয় সম্পন্ন করা হয়। প্রথমবারের মত ই-জিপির মাধ্যমে আরএফকিউ পদ্ধতি ব্যবহার করে অল-ইন-ওয়ান টাইপ প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ক্রয় করা হয়। অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন বাজেট হতে টেন্ডার ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

৫.৪ সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (আইবাস++)

সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (আইবাস++) এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে বিভিন্ন বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। এই প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে বেতন-ভাতা সহ অফিস ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন বাজেট প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন সেমিনার/ওয়াকশপ এবং প্রশিক্ষণের বাজেট এই সিস্টেমের মাধ্যমে জেলা এবং উপজেলা অফিসসমূহের কোডে বিভিন্ন সময়ে বরাদ্দ দেয়া হয়। আইবাস++ সিস্টেমটি চালুর পর থেকে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতার বিল স্বল্প সময়ের মাধ্যমে হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রেরণ এবং দ্রুততার সাথে এ সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৬ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১

স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৬/০৭/২০২০ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ সম্পাদিত হয়। কোভিড দূর্যোগকালীন সময়ে লকডাউন চলমান থাকায় অনলাইন জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।

এছাড়া গত ১৯/০৬/২০২০ তারিখে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ে (৬৪ জেলা) কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণ এর মধ্যে অনলাইন জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

অত্র কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ০৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২১টি কার্যক্রম এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৪টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০ এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের দপ্তর সংস্থাসমূহের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হয়ে ১ম স্থান অর্জন করে। এ ধারা অব্যহত রাখার লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে শতভাগ অর্জন হয়েছে। এ বিষয়ে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৫ জুলাই, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আইসিটি অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ এখানে দেখানো হলো।

চিত্র ৪: ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৬৪০০ জন	৬৬৩৫ জন
সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৪৫০ জন	৪৬৬ জন
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন	১২.১২.২০২০ তারিখে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উৎযাপন	উদ্‌যাপিত
মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারাদেশে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ব্যবহারের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের আইসিটি/প্রোগ্রামিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	১০,০০০ জন	১১,৮৭৫ জন
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাঠ পর্যায়ের সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে আইসিটি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান	১১,৮০০ জন	১৮,৩৬১ জন
সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকায় ডিজিটাল সেন্টার চালুকরণ	১টি	স্থাপিত

চিত্র ৫: ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

৭ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রণীত সকল নির্দেশিকাসমূহ অনুসরণ করে গত ১০/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া এ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়সমূহ (৬৪ জেলা) গত ০৬/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে। এ অধিদপ্তর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। এ বিষয়ে স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন ৩০/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্র. নং.	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১	নৈতিকতা কমিটির সভা	৪	৪
২	নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%
৩	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	১	১

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
৪	অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%
৫	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	২৫০	৫০০
৬	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	২৫০	৫০০
৭	উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০
৮	প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	৩০ নভেম্বর ২০২০	১৫ অক্টোবর ২০২০
৯	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ	৪	৪
১০	ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	৫০%	১০০%
১১	প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজন	৩১ মার্চ, ২০২১	১০ মার্চ, ২০২১
১২	শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	৮ লক্ষ	১০,০৬,৬০০ টাকা

৭.১ ২০২০-২১ অর্থবছরে আইসিটি অধিদপ্তরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানঃ

আইসিটি অধিদপ্তরে জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালার আলোকে নিম্নরূপ কর্মকর্তাগণকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়ঃ

জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব)
গ্রেডঃ ৩, প্রধান কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

মিজ কেয়া রানী
প্রোগ্রামার
গ্রেডঃ ৬
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
জেলা কার্যালয়, রংপুর

সৈয়দ মোহাম্মদ মিরাজ হোসেন
সহকারি প্রোগ্রামার
গ্রেডঃ ৯
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
উপজেলা কার্যালয়, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

জনাব মো: জাফর ইমাম
কম্পিউটার অপারেটর
গ্রেডঃ ১৩
প্রধান কার্যালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মঙ্গল শান্তি চাকমা
কম্পিউটার অপারেটর
গ্রেডঃ ১৩
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
জেলা কার্যালয়, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

৮ ইনোভেশন কার্যক্রমঃ

২০২০-২০২১ অর্থবছরের মাঠ পর্যায়ের উদ্ভাবনী (ইনোভেশন) উদ্যোগ

অনলাইন সাপোর্টিং টিকেট সিস্টেম:

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সফলতার সাথে বিভিন্ন দপ্তর সমূহে আইসিটি বিষয়ক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারি দপ্তরে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি, নথি, ওয়েব পোর্টাল, ই-মোবাইল কোর্ট, ই-লাইসেন্স, জন্ম নিবন্ধন, ই-হজ্জ, ই-ল্যান্ড, ই-নামজারি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এপিএএমএস), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস), বিভিন্ন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সাপোর্ট এবং জনগণের মাঝে প্রযুক্তি বিষয়ক কারিগরি সেবা প্রদান করে আসছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে আইসিটি বিষয়ক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য অনলাইন ভিত্তিক কোন প্লাটফর্ম নেই। বিভিন্ন কারিগরি সহায়তার জন্য এখন পর্যন্ত ওয়েবসাইট, ফেইসবুক, ই-মেইল, মোবাইল অথবা ম্যানুয়াল পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হয়, যা সময় সাপেক্ষ। বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ সমস্যাসমূহ অবলোকন করে থাকেন এবং সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে থাকেন। অনেকেই সমস্যাসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে এবং সঠিক চ্যানেলে সমাধান পেতে সমস্যায় পড়েন। এসকল সমস্যা সমাধানের জন্যে অনলাইন সাপোর্টিং টিকেট সিস্টেম উদ্ভাবন (ইনোভেশন) টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অনলাইন সাপোর্ট টিকেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে একজন সেবা গ্রহীতা তার সমস্যা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে এর সমাধান এবং রেটিং ও মতামতের ব্যবস্থা রাখা হবে। এখানে ব্যবহারকারীদের অনুরোধগুলি ট্র্যাক রাখতে, গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং গ্রাহক সমর্থন সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যাগুলি আরও ভালভাবে মোকাবেলায় সহায়তা করা হবে। একাধিক চ্যানেল থেকে এই সমস্ত আগত প্রশ্নগুলি এক জায়গায় সংরক্ষণ করা হবে, প্রতিটি গ্রাহকের তাদের সমস্যার শ্রেণিবদ্ধকরণ ও অগ্রাধিকার দিতে এবং তারপরে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবেন। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, রিসোর্স সেন্টার, ই-সেবা, ইউডিসি এবং অন্যান্য সকল আইসিটি স্থাপনার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের জন্য সাপোর্ট হাব হিসেবে সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে। একটি সমাধানের জন্যে বারবার অফিসে যাতায়াত করতে হবেনা। এমনকি কোন সমস্যার সমাধান এখনো করা হয়নি বা কি কি সমাধান আশানুরুপ হয়নি এসকল রিপোর্টও সিস্টেম থেকে খুব সহজেই দেখা যাবে।

ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে ই-কমার্স ব্যবসায় আসল বা নকল পন্য সনাক্তকরণ:

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে করোনা মহামারীর সময়ে অনলাইন কেনাকাটা আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেছে। অনলাইনে ই-কর্মাসের মাধ্যমে যেসব পণ্য কেনা হয় তা আসল নাকি নকল পণ্য তা সহজে সনাক্ত করা যায় না। যেমন- একজন ক্রেতা দারাজের মাধ্যমে আড়ং থেকে একটি জামা ক্রয় করতে অর্ডার করলো। অর্ডার করার পর আড়ং অর্ডারের নোটিফিকেশন পাবে এবং সে পণ্যটি প্যাকেট করবে। দারাজ যেই শিপিং সার্ভিস কোম্পানি ব্যবহার করে তারা আড়ং থেকে পণ্যটি দারাজের কাছে নিয়ে আসবে এবং দারাজ সেটি তাদের নিজেদের প্যাকেটে করে পণ্য গ্রহীতার নাম-ঠিকানাসহ শিপিং সার্ভিস কোম্পানির কাছে দিয়ে দিবে যাতে তারা পণ্যটি ক্রেতার ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। এই যে এখানে কয়েকটি মাধ্যমে এবং কয়েকটি ধাপে পণ্য ক্রেতার কাছে পৌঁছানো হচ্ছে এতে করে পণ্য ডেলিভারিতে ভুল, এক পণ্যের বদলে অন্য পণ্য কিংবা পণ্য জাল বা নকল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং আসল বিক্রেতাও জানতে পারে না পণ্যটি কি অবস্থায় কোথায় আছে, ক্রেতার কাছে সঠিকভাবে পৌঁছেছে কিনা, পণ্যটি কোথায় বদল হয়েছে ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, শিপিং সার্ভিস কোম্পানি আড়ং থেকে পণ্য না নিয়ে হুবহু একই রকম দেখতে নকল পণ্য অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসতে পারে। এক্ষেত্রে ক্রেতা প্রতারণার শিকার হয় এবং ই-কমার্স ব্যবসার প্রতি জনগণের আস্থা কমে যায়। যা বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মানের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। 'ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে ই-কমার্স ব্যবসায় আসল বা নকল পন্য সনাক্তকরণ' এই উদ্ভাবনটি (ইনোভেশন) এই সকল সমস্যা সমাধান করে থাকবে।

'ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে ই-কমার্স ব্যবসায় আসল বা নকল পন্য সনাক্তকরণ' এই সিস্টেমের মাধ্যমে বিক্রেতা যখন পণ্যটি শিপিং সার্ভিসের কাছে দিবে তখন পণ্যের সাথে একটি ইউনিক কিউআর কোড দিবে। শিপিং প্রোভাইডার সেই কিউআর কোডের সাথে তাদের নিজেদের একটি ইউনিক কিউআর কোড দিবে। এভাবে প্রতিটি ধাপে ইউনিক কিউআর কোড যোগ হবে যা একটি ব্লকচেইন তৈরি করবে। যার কাছে পণ্যটি থাকবে তিনি কিউআর কোড স্ক্যান করে জানতে পারবেন পণ্যটি আগের সবগুলো ধাপ মেনে তার

হাতে এসেছে কি না। কোথাও কোন অদল-বদল বা ভুল হলে সহজেই জানা যাবে কার কাছ থেকে ভুলটি হয়েছে। পণ্যটি যখন সবগুলো ধাপ শেষে ক্রেতার কাছে পৌঁছাবে তখন ক্রেতা তার মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে কিউআর কোড স্ক্যান করে জানতে পারবে পণ্যটি কত ধাপে ও কোন কোন হাত বদল হয়ে তার কাছে এসেছে এবং পণ্যটি সত্যিই আসল বিক্রেতার কাছ থেকে এসেছে কি না ইত্যাদি। পণ্যটি সঠিক বা ভুল হলে ক্রেতার মোবাইল অ্যাপেই তা দেখা যাবে। অনলাইন প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে সেবাটি প্রদান করা হলে পণ্যের তথ্য ডেটাবেইজে সংরক্ষিত থাকবে। ক্রেতা, বিক্রেতা, শিপিং প্রভাইডার, ই-কমার্স ব্যবসায়ী সকলের মধ্যে একটি স্বচ্ছ সংযোগ স্থাপিত হবে এবং যে যার অবস্থান থেকেই নির্বিঘ্নে সেবা প্রদান বা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে। এই উদ্ভাবনের মাধ্যমে ক্রেতা সঠিক পণ্যটি পেলে পণ্য ফেরত দেওয়ার দরকার হবে না এবং পণ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য ক্রেতাকে বিক্রেতার দ্বারস্থ হতে হবে না ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা সবারই সময়, খরচ, ভ্রমণের সময় বাঁচবে। বিক্রেতাও জানতে পারবে তার পণ্যটি সঠিকভাবে ক্রেতার কাছে পৌঁছেছে।

গনশুনানি এর ডিজিটাইজেশন:

বর্তমানে উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু এ সমাধানগুলো লিপিবদ্ধ থাকে না বিধায় মাঠ পর্যায়ের এই অফিসগুলো কতগুলো সমস্যা সমাধান করলো বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করল তা সেন্ট্রালি কোন প্লাটফর্মে সংরক্ষিত থাকছেনা এবং পরবর্তী বৈঠকে আগের সমস্যা গুলোর সমাধান হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কি কি ধরনের সমস্যা বিরাজমান রয়েছে, কি কি ধরনের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, কার কার সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, কোন ধরনের সমস্যা বারবার হচ্ছে, সমস্যা সমাধানে হার কত এ সকল বিষয় নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। বৈঠক একটি নির্দিষ্ট সময়ে হওয়ার কারণে অনেকেই ওই বৈঠকে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন না বা নিজের সমস্যা খুলে বলতে পারেন না এবং তার অভিযোগ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রদানকৃত নির্দেশনা লিপিবদ্ধ না থাকায় সেই অভিযোগের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং অধিকাংশ অভিযোগকারী স্বল্প শিক্ষিত।

'গনশুনানি এর ডিজিটাইজেশন' এই উদ্ভাবন (ইনোভেশন) এর মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যেসকল উদ্যোক্তা কাজ করেন তাদের মাধ্যমে ভুক্তভোগীরা সমস্যা লিপিবদ্ধ করবেন। সেখান থেকে তাদের সমস্যার বিবরণসহ আইডি নম্বর দিয়ে প্রিন্ট করে দেওয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সালিশের দিন আইডি নম্বর দিয়ে অভিযোগকারীকে শনাক্ত করবেন এবং তার নির্দেশনা সফট্ওয়ারে লিপিবদ্ধ হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে এসএমএস এবং ই-মেইল এর মাধ্যমে নির্দেশনা পৌঁছে যাবে। এর মাধ্যমে যেমন অধিকতর ভোগান্তি ছাড়া সেবা পাবে জনগণ তেমনি সময়, খরচ ও পরিদর্শনের সংখ্যাও অনেক কমে যাবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ইনোভেশন ব্যাংক অ্যান্ড প্রোগ্রেস ট্র্যাকার:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামারগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী-দের উদ্ভাবনী পরিকল্পনা জমা দেওয়ার কোনো নিজস্ব প্লাটফর্ম অধিদপ্তরের নেই। এসব তথ্য যথাযথভাবে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তা পরবর্তীতে পরিকল্পনা গ্রহণ, পদক্ষেপ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং এ সমস্যা হচ্ছে। প্রতিনিয়ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নেয়া হচ্ছে ইমেইল ও হার্ড কপিতে। উদ্ভাবনী পরিকল্পনাসমূহ সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না। সকল সমাপ্ত, অনুমোদনপ্রাপ্ত ও জমাকৃত উদ্ভাবনী একই প্লাটফর্ম এ সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। জমাকৃত উদ্ভাবনী পরিকল্পনাসমূহ বাছাই এর জন্য অনেক বেশি সময় অপচয় হয়।

ইনোভেশন ব্যাংক অ্যান্ড প্রোগ্রেস ট্র্যাকার উদ্ভাবনটিতে নিজস্ব ডোমেইন ভিত্তিক অনলাইন প্লাটফর্ম থাকবে। উক্ত প্লাটফর্ম মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিজেদের উদ্ভাবনী প্রকল্প জমা দিতে পারবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সকল ইনোভেশন এবং প্রোগ্রেস মনিটর করা যাবে। উদ্ভাবনী পরিকল্পনাসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যাবে। উদ্ভাবনী পরিকল্পনা জমাদানের সময় নির্ধারণ করা যাবে। অনলাইন এ সকল জমাকৃত উদ্ভাবনী পরিকল্পনাসমূহকে ইনোভেশন কমিটি নম্বরের ভিত্তিতে বাছাই ও অনুমোদন করতে পারবেন। অনলাইন প্লাটফর্ম এর ব্যবহার উক্ত কাজটি দ্রুততর ও সহজ করবে। ডাটাবেজে সংরক্ষণের ফলে যেকোনো সময় যেকোনো উদ্ভাবনী আইডিয়া খুঁজে পাওয়া এবং চলমান প্রকল্প ও প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং করা যাবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সেবা সহজীকরণের তথ্য

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় কারিগরি সহায়তা সেবা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে আইসিটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জেলা পর্যায়ে দপ্তর স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োজিত প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার ও কম্পিউটার অপারেটর সাধারণ জনগণ ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আইসিটি নির্ভর সেবা যেমন- নথি, ওয়েব পোর্টাল, সরকারি বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত অ্যাপ্লিকেশন, হার্ডওয়ার, ইন্টারেনট কানেকটিভিটিসহ নানাবিধ সেবা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সেবা প্রদান/ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানবিধ অসুবিধাসমূহ দেখা যায়। নাগরিক পর্যায়ে অভিযোগ দাখিলের যথোপযুক্ত পদ্ধতি বা ক্ষেত্র কোথায় কার নিকট দাখিল করতে হবে সে বিষয় সম্পর্কে অবগত না থাকা। অভিযোগ দাখিলের পর সেবাপ্রাপ্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পদ্ধতি না থাকা। আবার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধির পর্যাপ্ততার অভাব। তদুপরি রেকর্ড/তথ্যপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা সুরক্ষিত নয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় কারিগরি সহায়তা সেবা উক্ত সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা হচ্ছে। আবার নিজস্ব ডোমেইনভিত্তিক একটি অনলাইন প্লাটফর্ম থাকছে যার কারণে উক্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা গ্রহীতা/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রিকুয়েস্ট পাঠানো হবে এবং সেবাটি প্রদান সাপেক্ষ তা সমাধান এ ক্লিক করলে তা ডাটাবেইজ সংরক্ষিত হচ্ছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে ই-নথির কারিগরি সহায়তার জন্য আইসিটি অধিদপ্তরের সহায়তা দরকার। এমতাবস্থায় পূর্ববর্তী পদ্ধতির ডিজাইনঃ

কেস স্টাডি
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর উপজেলা কার্যালয়, ভালুকা, ময়মনসিংহ
অফিস প্রধান
সহকারী প্রোগ্রামার
জনবল
০১ জন
অফিসের ঠিকানা
৪র্থ তলা, উপজেলা পরিষদ ভবন (নতুন ভবন) ভালুকা, ময়মনসিংহ
যোগাযোগ
টেলিফোনঃ +৮৮০৯০২২৫৬০৮৮ ই-মেইলঃ doict.bhaluka.mymensingh@gmail.com

	কেস স্টাডি	
সেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ধাপ-১	ভালুকা উপজেলার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর অফিসে কার্যালয়ে লিখিত/মৌখিক আবেদন দাখিল
	ধাপ-২	কার্যালয়ে আবেদনপত্র গ্রহণ
	ধাপ-৩	আবেদনপত্র এন্ট্রিকরণ
	ধাপ-৪	তথ্যাদি যাচাই-বাছাই এবং তালিকা তৈরিকরণ
	ধাপ-৫	আবেদন গ্রহণ বা বাতিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সেবাগ্রহীতাকে অবহিতকরণ
	ধাপ-৬	কারিগরি সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ
	ধাপ-৭	ক) ফোন, ই-মেইল, পত্রজারির ইত্যাদির মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান
	ধাপ-৮	খ) আবেদনকারীকে অফিস ভিজিটের বিষয়ে অবহিতকরণ
সেবা প্রদানের শর্ত	ধাপ-৯	গ) সংশ্লিষ্ট অফিসে ভিজিট করে কারিগরি সহায়তা প্রদান
	ধাপ-১০	প্রধান কার্যালয়ে হার্ডকপি প্রতিবেদন প্রেরণ
	ধাপ-১১	প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদন সংরক্ষণ
	ধাপ-১২	সেবা প্রদানকারীকে অবশ্যই অফিসে থাকতে হবে, প্রশিক্ষণ বা অন্যান্য অফিসিয়াল কাজে অফিসের বাইরে থাকলে সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান সেবা পাচ্ছেনা।

সেবাটি সহজীকরণের ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের নিজস্ব ডোমেইন ভিত্তিক একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। উক্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা গ্রহীতা/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রিকুয়েস্ট পাঠানো হবে এবং সেবাটি প্রদান সাপেক্ষ তা সমাধান এ ক্লিক করলে তা ডাটাবেইজ সংরক্ষিত হবে। এতে করে একটা ডাটাবেইজ তৈরি হবে যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে উক্ত সমস্যা সমাধানে তেমন জটিলতা হবে না। এতে সরকারি সেবা প্রদানে আইসিটি'র ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আইসিটি ব্যবহারে আগ্রহ পরিলক্ষিত হবে। তাছাড়া ডাটাবেইজ থেকে ইতোমধ্যে সমাধানকৃত সমস্যাসমূহের সমাধান খুঁজে নিয়ে সহজেই তারা নিজেরাই সমাধান করতে পারবেন এবং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং করা যাবে যাতে করে জেলা হতে প্রতিদিন কয় জন সেবা গ্রহণ করেছেন এবং সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন।

TCV (Time, Cost & Visit)

	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	১৫-২০ দিন	১-৩ দিন
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	যাতায়াত খরচ: ৩০০-৫০০/-	০-৫০/-
যাতায়াত	৩ বার	সর্বোচ্চ ১ বার
ধাপ	১১ টি	০৬ টি
জনবল	৩-৫ জন	২-৩ জন
দাখিলীয় কাগজপত্র	প্রতিটি সেবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি	কাগজপত্রাদি দরকার নেই

সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন-আমার গ্রাম আমার শহর, তারুণ্যের শক্তি, মানসম্মত শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নানামূখী উদ্যোগের অংশ হিসেবে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি এই সব উদ্ভাবনী উদ্যোগ/সেবাসমূহ জনগনের কাছাকাছি নিয়ে যেতে, প্রযুক্তি বিভেদ দূর করতে ও সকল নাগরিককে তথ্য প্রবাহের আধুনিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করতে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে উপনিত করতে সুদুরপ্রসারী ভূমিকা পালন করবে ।

৯. ২০২০-২১ অর্থবছরে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার বিবরণ

টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর মানবসম্পদ উন্নয়নে আইসিটি অধিদপ্তর নানাবিধ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলোঃ সরকারি দপ্তরসমূহে ই-নথি বস্তবায়ন, D-nothi বিষয়ক প্রশিক্ষন,প্রযুক্তিগত নিত্য-নতুন ধারনা প্রদান, সরকারি ক্রয় পদ্ধতি, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ইনোভেশন, ডিজিটাল লিডারশিপ বিষয়ক প্রশিক্ষন,জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলসহ যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

৯.১ ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এটুআই (Aspire to Innovate) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সরকারি দপ্তরে (মাঠ পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত) ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০২১ এর মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ই-নথি'র ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া করোনা ভাইরাস (COVID-19) মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন/সীমিত দাপ্তরিক কার্যক্রমের সময় ই-নথি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

কোভিড-১৯ এর ন্যায় যে কোন পরিস্থিতিতে সরকারি কার্যক্রম চালু রাখার জন্য সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। ই-নথিতে কাগজের সংস্পর্শ না থাকায় রোগ সংক্রমনের ঝুঁকি হ্রাস করেছে।

সচিবালয় নির্দেশমালা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-২০১২, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৫ ও জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮ এ ই-নথি কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও (এপিএ) ই-নথির ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফলে সকল সরকারি দপ্তরে ই-নথির ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

তাই মাঠ পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত ই-নথি কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে সকল সরকারি অফিসের ই-নথির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর বিগত বছরের ন্যায় ২০২০-২১ অর্থবছরে আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ই-নথির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সরাসরি উপস্থিতি এবং অনলাইন (Zoom Cloud Meeting Application) এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র ৮ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ই-নথির নতুন ভার্সন (D-Nothi) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৯.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে আয়োজিত প্রশিক্ষণঃ

৯.৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আইসিটি অধিদপ্তরের কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়নি ।

৯.৪ বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

আইসিটি অধিদপ্তরের অর্থায়নে ও তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ লোক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) তে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০২টি ব্যাচে প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামারসহ মোট ৬০ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তার বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে ।

৯.৫ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ

ক্রম	সেমিনারের নাম	অংশগ্রহণকারী	সেমিনারের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক সেমিনার	প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	২ টি ব্যাচ	১০০ জন
২.	শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট ও দুর্নীতি বিরোধী প্রচার এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ফিডব্যাক বিষয়ক সেমিনার	প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	১ টি ব্যাচ	৭৫ জন
৩.	অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী মানসম্মত কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, গুণগত শিক্ষায় মানোন্নয়নে আইসিটি অধিদপ্তরের ভূমিকা ও করণীয় শীর্ষক সেমিনার	প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	১ টি ব্যাচ	৫০ জন
৪.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের "Future Technology Trend" বিষয়ক সেমিনার	প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	১ টি ব্যাচ	৫০ জন

ক্রম	সেমিনারের নাম	অংশগ্রহণকারী	সেমিনারের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৫.	"আইসিটি অধিদপ্তরের পরিকল্পনাধীন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা" বিষয়ক সেমিনার	প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	১ টি ব্যাচ	৫০ জন
৬.	শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের ভূমিকা ও করণীয় শীর্ষক সেমিনার	প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	১ টি ব্যাচ	৫০ জন
৭.	"E-Waste management and climate Change in Bangladesh" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার	প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	১ টি ব্যাচ	৫০ জন
৮.	সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক সেমিনার	প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	১ টি ব্যাচ	৩৮ জন
৯.	২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন, অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত ভার্চুয়াল সেমিনার	মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ	৭টি ব্যাচ	৪৫৫ জন
১০.	তথ্য ও প্রযুক্তি কার্যক্রম বিকাশে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইসিটি অধিদপ্তরের করণীয় শীর্ষক সেমিনার।	প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	৬৪টি ব্যাচ	২৮৮০ জন
১১.	আইসিটি শিল্পের বিকাশ ও প্রসারে IPv6 নেটওয়ার্ক স্থাপনের গুরুত্ব শীর্ষক সেমিনার	প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	১ টি ব্যাচ	৫০ জন
১২.	আইসিটি শিল্পের বিকাশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উদ্ভাবনসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক সেমিনার।	প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	১ টি ব্যাচ	৫০ জন
১৩.	উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরন বিষয়ক কর্মশালা	প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	১ টি ব্যাচ	৫০ জন
১৪.	"Big Data Analytics in Bangladesh:Status, Prospects & Challenges" বিষয়ক সেমিনার	প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	১ টি ব্যাচ	৮০ জন
১৫.	"Block Chain in Bangladesh: Status, Scopes, Prospects & Challenges" বিষয়ক সেমিনার	প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	১ টি ব্যাচ	৯০ জন

জেলা ও উপজেলা কর্তৃক আয়োজিত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ

ক্রম	সেমিনারের নাম	অংশগ্রহণকারী	সেমিনারের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	সকল জেলা ও উপজেলায় (সদর উপজেলা ব্যতিত) ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে "যদিও মানছি দূরত্ব তবুও আছি সংযুক্ত" এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক সেমিনার।	মাননীয় সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য সকল জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্টেকহোল্ডার (আইসিটি খাত), সাংবাদিকবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ইউডিসিসহ অন্যান্য উদ্যোক্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকল	৪৯৬	৩০,০০০ জন

১০ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের সাথে Video Conference আয়োজন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক ২৪টি ভিডিও কনফারেন্সের লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে নির্ধারণ হয়। তারই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক জেলা প্রশাসকের কার্যালয় – রংপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও খুলনা এবং উক্ত জেলার আওতাধীন সকল উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার কার্যালয় এর সাথে Zoom Cloud Meetings সফটওয়্যারের মাধ্যমে একযোগে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৪৯টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভিডিও কনফারেন্সে CAMS Software, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়), She Power Project (Phase-2): " Empowerment of Women through ICT Frontier Initiative", প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, ই-ফাইলিং, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়াদি, আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যা এবং সমস্যার সমাধান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর সাথে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহের মধ্যে অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্সিং এর তথ্যাবলীঃ

ক্রম	তারিখ	সেমিনারের নাম	অংশগ্রহণকারী
১.	২১/০৭/২০২০	রংপুর জেলা-৯টি (জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর এবং রংপুর জেলার অন্তগর্ত সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়)	CAMS, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, She Power Project, ই-ফাইলিং, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি এবং অন্যান্য আইসিটি অবকাঠামোসহ আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মতবিনিময়
২.	৩১/০৮/২০২০	ময়মনসিংহ জেলা-১৪টি (জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ এবং ময়মনসিংহ জেলার অন্তগর্ত সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়)	CAMS, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, She Power Project, ই-ফাইলিং, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি এবং অন্যান্য আইসিটি অবকাঠামোসহ আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মতবিনিময়
৩.	৩০/০৯/২০২০	চট্টগ্রাম জেলা-১৬টি (জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম জেলার অন্তগর্ত সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়)	CAMS, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, She Power Project, ই-ফাইলিং, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি এবং অন্যান্য আইসিটি অবকাঠামোসহ আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মতবিনিময়
৪.	২৯/১০/২০২০	খুলনা জেলা-১০টি (জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা এবং খুলনা জেলার অন্তগর্ত সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়)	CAMS, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, She Power Project, ই-ফাইলিং, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি এবং অন্যান্য আইসিটি অবকাঠামোসহ আইসিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মতবিনিময়

১১ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক উদযাপিত ইভেন্টসমূহ

১১.১ ৪র্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস - ২০২০

দেশব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো নির্মাণ, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন (ডিজিটাল সক্ষমতা উন্নয়ন), আইসিটি শিল্পের রপ্তানিমুখী বিকাশ এবং জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার (ই-গর্ভনেন্স) এই চারটি স্তম্ভকে ভিত্তি করে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার অভিলক্ষ্যসহ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করছে। এছাড়াও ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য ও আউটসোর্সিং খাতে দেশের সক্ষমতা বহির্বিশ্বের কাছে উপস্থাপন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনের লক্ষ্যে ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছেন। তাঁর সার্বিক পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন নয় বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দেশের সকল শ্রেণির জনগণ আইসিটি'র যে সুফল ভোগ করতে পেরেছে তা আজকের এই বাস্তব ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্যই সম্ভব হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিনোদন ও নিরবিচ্ছিন্ন সাইবার কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিক সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থবিধি নিশ্চিতকরতঃ ভৌত ও অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ১২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ সকলের আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে "যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত" ৪র্থ বারের মত দেশব্যাপী "ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০" উদ্‌যাপিত হয়।

চিত্র ১০: ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রতিপাদ্য:

কোভিড- ১৯ পরিস্থিতিতে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বিনোদনসহ অন্যান্য খাতের জনগণ স্বাভাবিক দূরত্ব বজায় রেখেও জীবনের সকল কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালনা করছে। সেই বাস্তবতার আলোকে ৪র্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০-এর নিম্নরূপ প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়।

১১.১.১ সংবাদ সম্মেলন আয়োজন:

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ আয়োজন উপলক্ষ্যে গত ২৭ নভেম্বর ২০২০ তারিখ বিসিসি অডিটোরিয়াম, আইসিটি টাওয়ার, ঢাকা-তে গুরুত্বপূর্ণ সকল মিডিয়ার উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের অধীনস্থ সকল সংস্থা প্রধানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০-এর উপর গৃহীত কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ আয়োজন উপলক্ষ্যে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার প্লাটফর্ম উদ্বোধন ভিডিও প্রদর্শন ও নিয়মাবলী উপস্থাপন করা হয়। আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০-এর থিম সং (Theme Song) ও লোগো উন্মোচন করা হয় এবং অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন করা হয়।

চিত্র ১২: সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি

১১.১.২ অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন:

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে আইসিটি অধিদপ্তর, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রিয়.কম ও ওয়ালটন বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ, ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস, ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভ, নির্বাচনী ইশতেহার, ই-সেবা ইত্যাদি বিষয়ে এই অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতা শুরুর তারিখ :

২৭ নভেম্বর ২০২০

প্রতিযোগিতার তারিখ :

০৮ ডিসেম্বর ২০২০

(রাত ৯-১০ টা পর্যন্ত)

নিবন্ধনের শেষ সময় :

০৮ ডিসেম্বর ২০২০,

সন্ধ্যা ০৬ : ০০ পর্যন্ত

অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের তালিকা

১ম স্থান

জনাব এস এম পি আবদুল্লাহ

মাগুরা সদর, মাগুরা

২য় স্থান

জনাব আবদুল কাদের

শ্রীবরদী, শেরপুর

৩য় স্থান

জনাব মোঃ ইনতাজুল হক

ইসলামপুর, জামালপুর

৪র্থ স্থান

জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল

মিরপুর, ঢাকা

৫ম স্থান

জনাব মোঃ আবদুর রহিম

নীলফামারী সদর, নীলফামারী

৬ষ্ঠ স্থান

জনাব মুনতাছির আলম সেজান

কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম

৭ম স্থান

জনাব মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ

ধানমন্ডি, ঢাকা

৮ম স্থান

জনাব মাসুদ আলম

কালকিনী, মাদারীপুর

৯ম স্থান

জনাব মোঃ তারেকুল আলম

কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ

১০ম স্থান

জনাব হাসিব মোঃ ইবনে রফিক

আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

১১তম স্থান

জনাব তাসবীন মাহমুদ

সেনবাগ, নোয়াখালী

১২তম স্থান

জনাব এহসান আহমেদ

শাহবাগ, ঢাকা

১১.১.৩ পুস্পস্তবক অর্পন:

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে সকালে ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে আইসিটি পরিবারের পক্ষ হতে পুস্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ এর শুভ সূচনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি, আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাগণ। এছাড়াও আইসিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পুস্পস্তবক অর্পন অনুষ্ঠানটি সরাসরি নিউজ ২৪ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ দেখানো হয়।

১১.১.৪. উদ্বোধনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান (মূল অনুষ্ঠান) আয়োজন:

১২ই ডিসেম্বর, ২০২০ শনিবার সকাল ১০:০০ টায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের আয়োজনে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) অডিটোরিয়াম, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকায় ভৌত ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ৪র্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২০-এর উদ্বোধনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

এবারের দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও বার্তা প্রদান করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব এ কে এম রহমতুল্লাহ, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ। এছাড়াও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধান ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ। মূল অনুষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ এর থিম সংগীত ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছরের উপর নির্মিত অডিও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শন করা হয়। অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা-এর কর্মকর্তাগণ ও বেসরকারি পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সংযুক্ত ছিলেন। মূল অনুষ্ঠানটি নিউজ ২৪ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ দেখানো হয়। মূল অনুষ্ঠানটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

চিত্র ২১ : উদ্বোধনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি

চিত্র ২২ : উদ্বোধনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন আইসিটি বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ পুরস্কার:

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অনন্য অবদানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সাধারণ/কারিগিরি ক্ষেত্রে মোট ১৩টি পুরস্কার প্রদান করা হয় (ব্যক্তি/দল)।

পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা	
ক্যাটাগরি	ক্যাটাগরি
সরকারি- সাধারণ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তি	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।
সরকারি- কারিগরি ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তি	সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন, জেলা প্রশাসক, নরসিংদী।
সরকারি- সাধারণ ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ দল	জনাব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও তাঁর দল।
সরকারি- কারিগরি ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ দল	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও তাঁর দল।
সরকারি- সাধারণ ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান (যৌথভাবে)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সরকারি- কারিগরি ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ।
বেসরকারি- সাধারণ ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি	জনাব আবদুল্লা আল হামিদ, এটুআই আই ল্যাব।
বেসরকারি- কারিগরি ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি	জনাব মোঃ সাদাত রহমান, শিক্ষার্থী।
বেসরকারি- সাধারণ ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ দল	মিজ শমী কায়সার, সভাপতি, ই-ক্যাব ও জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ তমাল, সাধারন সম্পাদক, ই-ক্যাব।
বেসরকারি- কারিগরি ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ দল	জনাব এম এ হাকিম সভাপতি ও জনাব মোঃ ইমদাদুল হক, সাধারন সম্পাদক, আইএসপিএবি।
বেসরকারি- সাধারণ ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান	সিনেসিস আইটি লিমিটেড।
বেসরকারি- কারিগরি ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান	ফিফোটেক।

১১.১.৫ জাতীয় সেমিনার আয়োজন:

১২ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ বিকাল ০৩:০০ টায় বিসিসি অডিটোরিয়ামে ভার্চুয়াল ও ভৌত কাঠামোর সংমিশ্রণে "যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত" শীর্ষক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি। শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি। সেমিনারে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সংকট মোকাবেলায় ডিজিটাল সার্ভিসের ভূমিকা বিষয়ে তথ্য-প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহকে প্রতিফলিত করে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ১২ বছরের সাফল্য, অর্জন এবং মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ উদ্‌যাপনের নিমিত্তে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে আলোচনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপনে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এছাড়াও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন জনাব সামি আহমেদ, পলিসি এ্যাডভাইজার, এলআইসিটি প্রকল্প।

এছাড়াও দেশব্যাপী সকল জেলা-উপজেলায় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০-এর অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি "যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত" শীর্ষক জাতীয় সেমিনার উদ্‌যাপিত হয়।

১১.১.৬ জাতীয় ওয়েবিনার আয়োজন:

১২ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ রাত ০৮ টায় ডিজিটাল বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছর শীর্ষক জাতীয় ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এটুআই প্রোগ্রামের পলিসি এ্যাডভাইজার জনাব আনীর চৌধুরী।

১১.১.৭ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভা/সেমিনার/ওয়েবিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন:

ক্রম	পর্যায়	বিষয়	টার্গেট গ্রুপ
১।	জেলা পর্যায় (৬৪টি)	যদিও মানছি দূরত্ব তবুও আছি সংযুক্ত	মাননীয় সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য সকল জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্টেকহোল্ডার (আইটি খাত), ফ্রিল্যান্সার, ই-কমার্স উদ্যোক্তা, আইএসপি, আইসিটি উদ্যোক্তা, সাংবাদিকবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ইউডিসি উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকল
২।	উপজেলা পর্যায় (৪৩২টি) (সদর উপজেলা ব্যতীত)		

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন:

ক্রম	পর্যায়	প্রতিযোগিতার ধরণ	বিষয়	টার্গেট গ্রুপ
১।	জেলা পর্যায় (৬৪টি)	প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত	ডিজিটাল বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছর (৮-১০ স্লাইড)	উচ্চ মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব শ্রেণি
		রচনা	ডিজিটাল বাংলাদেশ	৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণি
২।	উপজেলা পর্যায় (৪৩২টি) (সদর উপজেলা ব্যতীত)	উপস্থিত বক্তৃতা/ বিতর্ক প্রতিযোগিতা	ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিষয় সমূহের উপর	৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণি
		চিত্রাংকন	আমার তুলিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ	১ম হতে ৫ম শ্রেণি

চিত্র ৩৭: উপস্থিত বক্তৃতা, চট্টগ্রাম, চন্দনাইশ

১১.১.৮ ব্র্যান্ডিং ও প্রচার:

(ক) কেন্দ্রীয় পর্যায়:

- ঢাকার উল্লেখযোগ্য স্থান সমূহে ক্যারাভ্যান প্রদক্ষিণের মাধ্যমে প্রচার।
- বাউল ও পথ সংগীত প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রচার।
- থিম সংগীত নির্মাণ ও প্রচার।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছরের উপর নির্মিত অডিও ভিজ্যুয়াল প্রচার।
- কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভূমিকা শীর্ষক টিভিসি প্রচার।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অর্জিত সাফল্যের সিজি প্রচার।
- ২৫টি কল ফর এ্যাকশন এর মাধ্যমে প্রচার।
- ৩৬০ ডিগ্রি প্রচারের নিমিত্ত সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, সরকারি ওয়েবসাইট, ইমেইল-এর মাধ্যমে প্রচার।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছরের উপর History Wall নির্মাণ।
- রোড সজ্জাকরণের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ফুট ওভার ব্রীজ, বৈদ্যুতিক পোল, বিভিন্ন চত্বর সজ্জিতকরণ।
- ক্লোক ডাউন স্থাপন ও গ্যাস বেলুন উত্তোলন করা হয়।
- ভিন্ন আঙ্গিকে লেজার শো প্রদর্শনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রচার করা হয়।
- রোড সাইড এলইডিসমূহে নির্মিত সিজি ও টিভিসি প্রচার করা হয়।
- কোভিড-১৯ সচেতনতায় মাস্ক বিতরণ, ব্র্যান্ডিং ও প্রচার।
- ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ: বিটিআরসি-এর মাধ্যমে দেশের সকল শ্রেণির জনগণের নিকট নিম্নরুপ ক্ষুদেবার্তা প্রেরণ করা হয়।

টক-শো আয়োজন: Channel I, RTV, ATN Bangla, Ekattor TV, Channel 24, Ekushey TV, GTV, Jamuna TV, SA TV ও DBC-তে মোট ১০টি টক-শো আয়োজন করা হয়।

ক্রোড়পত্র প্রকাশ:

বিশেষ নিউজলেটার:

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে আইসিটি অধিদপ্তরের প্রকাশনায় বিশেষ নিউজলেটার প্রকাশ করা হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২০ এর ওয়েবসাইট:

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২০ https://dbd2020.com/ ওয়েব সাইট ও dbd19 এ্যাপস এর মাধ্যমে তথ্য প্রকাশনা ও প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এর ব্যবস্থা করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সেমিনার/সভা, প্রতিযোগিতার তথ্য https://dbd2020.com/report লিঙ্কের মাধ্যমে অনলাইনে প্রতিবেদন আকারে প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয় ।

১১.১.৯ মাঠ পর্যায় এর কার্যক্রম:

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে আইসিটি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ কর্তৃক নিম্নরূপ কার্যক্রম গৃহীত হয়-

- ❒ সরকারিভাবে স্থাপিত এলইডিসমূহে ডিজিটাল বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছরের উপর নির্মিত বিভিন্ন অডিও-ভিজ্যুয়াল, সিজি ও থিম সংগীত প্রদর্শন;
- ❒ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ব্যানার/ফেস্টুন প্রদর্শন;
- ❒ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ফেসবুক পেজ-এর মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং ও প্রচার;
- ❒ স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং ও প্রচার;
- ❒ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং ও প্রচার; এবং
- ❒ কোভিড-১৯ সচেতনতায় মাস্ক বিতরণ, ব্র্যান্ডিং ও প্রচার।

১১.২ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মুজিব (বঙ্গবন্ধু অনলাইন পোর্টাল স্থাপন) শীর্ষক কার্যক্রম :

১১.২.১ মুজিব অলিম্পিয়াড:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক 'মুজিব অলিম্পিয়াড: বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ চর্চা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক অনলাইন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা, বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ও উক্তিসহ নিম্নবর্নিত বিষয়সমূহ বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষাতেই অত্যন্ত সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তি, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মজীবন সম্পর্কিত উল্লিখিত বিষয়াবলি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট সঠিকভাবে উপস্থাপন এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত ও সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস, তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরার জন্য ডিজিটাল মিডিয়া অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম। কারণ আমাদের শিশু-কিশোর ও তরুণরা তথ্য উপাত্ত পেতে এই মাধ্যম ব্যবহার করেন।

আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি গত ১৫ জুন ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসেবে গড়ে উঠতে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস, জাতির পিতার জীবন-আর্দশ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সৈনিক হিসেবে গড়ে উঠতে নতুন প্রজন্মের প্রতি আহবান জানান।

মুজিব অলিম্পিয়াডে নিম্নবর্নিত প্রতিযোগিতাগুলো আয়োজন করা হয়ঃ

মুজিব অলিম্পিয়াড অনলাইন কুইজ

বঙ্গবন্ধুর শৈশব, শিক্ষা ও জীবনসংসার, দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম এবং স্বাধীনতার পথে অভিযাত্রা, জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা, বাংলাদেশ বিনির্মাণ, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও উক্তি সকলের মাঝে উপস্থাপন এবং আদর্শ ও চেতনাকে ধারণের লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। মোট ৫০০০টি কুইজ সম্মিলিত এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনুশীলনের সুযোগ রাখা হয়।

প্রতিযোগিতার নিবন্ধন সময়সীমা: ০১ জুন ২০২১ - ২৪ জুন ২০২১
প্রতিযোগিতার তারিখ : ২৫ জুন ২০২১
বেলা ০৩:০০ – রাত ১২:০০
বিজয়ী ঘোষণা (মোট বিজয়ী) : ০৫ জুলাই ২০২১ (১০ জন)

পুরস্কার : ০১ লক্ষ টাকা

বিস্তারিত:
www.amarbangabandhu.gov.bd
www.facebook.com/mujib100official

আমার বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ইতিহাস, জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তাকে সৃজনশীলতার মাধ্যমে ২/৩ মিনিটের ভিডিও তৈরি করে সকলের নিকট উপস্থাপনের নিমিত্ত এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

প্রতিযোগিতার নিবন্ধন সময়সীমা: ০১ জুন ২০২১ - ২৪ জুন ২০২১
প্রতিযোগিতার তারিখ : ২৫ জুন ২০২১
বেলা ০৩:০০ – রাত ১২:০০
বিজয়ী ঘোষণা (মোট বিজয়ী) : ০৫ জুলাই ২০২১ (১২ জন)

পুরস্কার : ০১ লক্ষ টাকা

বিস্তারিত:
www.amarbangabandhu.gov.bd
www.facebook.com/mujib100official

MUJIB 100 SHORT FILM CONTEST

বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ইতিহাস, আদর্শ ও চিন্তাকে সৃজনশীলতার মাধ্যমে তরুণ সমাজের মাঝে উপস্থাপনের নিমিত্ত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র (শর্টফিল্ম) নির্মাণ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ফিকশন, ডকু ফিকশন ও অ্যানিমেশন এই তিন ক্যাটাগরিতে শর্টফিল্ম নির্মাণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়।

প্রতিযোগিতার নিবন্ধন ও চলচ্চিত্র জমার সময়সীমা:
০১ জুন ২০২১ – ৩১ আগস্ট ২০২১

বিজয়ী ঘোষণা (মোট বিজয়ী) : ১০ জন

পুরস্কার : ০২ লক্ষ টাকা

বিস্তারিত:
www.mujib100sfc.gov.bd
www.facebook.com/mujib100official

অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ী

আমার বঙ্গবন্ধু প্রতিযোগিতার বিজয়ী

বাং EN
হোম
সকল চলচ্চিত্র সমূহ
ব্যবহার বিধি
MUJIB 100 SHORT FILM CONTEST
মুজিব শতবর্ষ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা
জমা দেওয়ার শেষ সময়: ৩১ আগস্ট,২০২১
৪৬ দিন
০১ ঘন্টা
০০ মিনিট
৪৫ সেকেন্ড
সাইন আপ করে ফিল্ম জমা দিন
ফিল্ম জমা দেওয়ার নিয়মাবলী

জুরীবোর্ড

১১.২.২ দ্বিমাত্রিক এ্যানিমেশন ভিডিও তৈরি ও প্রচার

বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনভিত্তিক দ্বিমাত্রিক এ্যানিমিশন ভিডিও নির্মাণ এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন, আদর্শ, নীতি, রাজনৈতিক ইতিহাস শিশু-কিশোর ও তরুণ সমাজের মাঝে উপস্থাপনের জন্য নিম্নবর্ণিত ১০টি দ্বিমাত্রিক এনিমেশন ভিডিও নির্মাণ করা হয়।

- ❒ বঙ্গবন্ধুর শৈশব-১টি
- ❒ ফুটবলার বঙ্গবন্ধু-১টি
- ❒ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক হাতেখড়ি-১টি
- ❒ ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু-১টি
- ❒ মুক্তির সনদ ৬ দফা-১টি
- ❒ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের পটভূমি-১টি
- ❒ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধু-১টি
- ❒ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ বিনির্মাণ-২টি
- ❒ বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন-১টি

১১.২.৩ অডিও বুক ও অ্যাপ তৈরি ও প্রচার

বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন, আদর্শ, নীতি, রাজনৈতিক ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং শিশু-কিশোর ও তরুণ সমাজের মাঝে উপস্থাপনের জন্য জাতির পিতার নিম্নলিখিত ০৩টি বইসমূহের ০২টি বইয়ের অডিও বুক ওয়েবসাইট (https://www.mujib100aubk.gov.bd/) এবং ০১টি অ্যাপস (android ও IOS ভার্শন) তৈরি করা হয়।

- ❒ অসমাপ্ত আত্মজীবনী
- ❒ কারাগারের রোজনামচা ও
- ❒ আমার দেখা নয়া চীন

১১.২.৪ ১০০টি অনলাইন নিউজ ফিচার প্রস্তুত ও প্রচার

বঙ্গবন্ধু, তাঁর রাজনীতি, উন্নয়ন দর্শন, মানুষের উন্নয়নের জন্য তাঁর নিত্য সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে লেখা সংগ্রহ করে বিভিন্ন অনলাইন নিউজ-এ প্রকাশ করা হয়।

১১.২.৫ বঙ্গবন্ধু ব্লগ নির্মাণ (https://www.mujib100blog.gov.bd/)

- ❒ বাংলা এবং ইংরেজী দুই ভাষাতেই পরিচালিত
- ❒ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ইতিহাস, ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে লেখা প্রকাশ
- ❒ প্রবন্ধ, ফিচার, বিশ্লেষণধর্মী, ছোটগল্প, সাহিত্য সব ধরণের লেখা প্রকাশ

১১.২.৬ বঙ্গবন্ধুর ২০টি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক ভিডিওচিত্র তৈরি (গুণীজনের চোখে বঙ্গবন্ধু)

বঙ্গবন্ধুর ২০টি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক তথ্যচিত্র নির্মাণ (গুণীজনের চোখে বঙ্গবন্ধু)। বিস্তারিত জানতে:

https://www.amarbangabandhu.gov.bd/en/bangabandhu-in-the-eyes-of-the-wise/

১১.২.৭ কম্পিউটার গ্রাফিক্স (সিজি)/অডিও ভিজ্যুয়াল তৈরি ও প্রচার

বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা, বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ও উক্তি ইত্যাদি ভিডিও আকারে আকর্ষনীয় ভাবে তরুণ সমাজের মাঝে উপস্থাপনের নিমিত্ত ৫০টি সিজি/এভি নির্মাণ করা হয়।

১১.২.৮ বঙ্গবন্ধু এইদিনে

নির্দিষ্ট তারিখে বঙ্গবন্ধু কি কাজ করেছিলেন অর্থাৎ কোন কোন সভায় বক্তৃতা বা দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সে সম্পর্কিত তথ্য ডিজিটালি তরুণ সমাজের মাঝে উপস্থাপনের জন্য ৭২০টি পোস্টার তৈরি ও প্রচার করা হয়।

১১.২.৯ ডিজিটাল কার্ড

বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা, বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ও উক্তি ইত্যাদি ভিডিও আকারে আকর্ষনীয় ভাবে তরুণ সমাজের মাঝে উপস্থাপন নিমিত্ত ৪১২টি ডিজিটাল কার্ড তৈরি ও প্রচার করা হয়।

প্রচার কার্যক্রম

Mujib100 মুজিব শতবর্ষ
@mujib100official · Community
https://www.facebook.com/mujib100 official

চিত্র ৩৮: Mujib100 মুজিব শতবর্ষ এর ফেসবুক অফিসিয়াল পেইজ

"শেখ রাসেল দিবস" হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যে একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১৮ অক্টোবরকে "শেখ রাসেল দিবস" হিসেবে পালনের সুপারিশ অনুমোদন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের আয়োজনে শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে শেখ রাসেল দিবস পালিত হয় এবং দিনটি উপলক্ষ্যে বিসিসি অডিটোরিয়ামে বিকাল ০৩:০০ টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব এ. বি. এম আরশাদ হোসেন।

১১.৩ শেখ রাসেল দিবস

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল ১৮ অক্টোবর, ১৯৬৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে রাসেল ছিল সর্বকনিষ্ঠ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে প্রতি বছর ১৮ অক্টোবর

১২ দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর (এমওইউ)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর বর্তমানে বিভিন্ন দেশীয় সংস্থার সাথে নিম্নরূপ ০৬ (ছয়) টি সমঝোতা স্মারক বিদ্যমান রয়েছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর বিদ্যমান সমঝোতা স্মারক

১৩ বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচি

১৩.১ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আইসিটি ইকো-সিস্টেমে সরাসরি সম্পৃক্তকরন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারি বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণ/ ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি ও বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহার, তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি অবকাঠামো স্থাপন এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার প্রত্যয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক "সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন "(ICT Training and Infrastructure Establishment Program in Recently abolished Enclaves)" শীর্ষক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত।

ছিটমহল দ্বারা এমন অঞ্চল বা ভূখণ্ডকে বোঝায় যা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থিত অন্য কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এলাকা। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই অন্য রাষ্ট্রের এ ধরণের ছিটমহল রয়েছে। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেখা যায় এদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১টি ও ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল রয়েছে । উদ্ভূত সমস্যা নিরসন কল্পে হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্দিরা স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ০৬ জুন, ২০১৫ খ্রি. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে ছিটমহল বিনিময়ে মুজিব-ইন্দিরা স্থল সীমান্ত চুক্তির অনুসমর্থনের দলিল বিনিময় হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে ০১আগষ্ট রাত ১২:০১ মিনিটে দুই দেশ ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির আওতায় একে অন্যের অভ্যন্তরে থাকা নিজেদের ছিটমহলগুলো পরস্পরের সাথে বিনিময় করে। ইতোমধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন হয়েছে। ১১১টি ছিটমহলের মধ্যে লালমনিরহাটে ৫৯টি, পঞ্চগড়ে ৩৬টি, কুড়িগ্রামে ১২টি এবং নীলফামারীতে ৪টি ছিটমহল বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসনিক আওতাভুক্ত হয়েছে। এ সকল এলাকার জনগোষ্ঠী প্রায় সাত দশক ধরে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যকে সফল করতে বাংলাদেশ সরকার এর সকল প্রতিষ্ঠান নিরলস-ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় এ সকল পিছিয়ে পড়া নাগরিকদেরকে সম্পৃক্ত করতে "সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন" শীর্ষক কর্মসূচির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি সকল সেবা এসব ভাগ্য বিড়ম্বিত এলাকায় নিশ্চিত করতে হলে আইসিটি সেবা বিস্তারের বিকল্প নেই।

ছিটমহলভুক্ত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে আইসিটি শিক্ষা এবং শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা জরুরী ছিল বিধায় সংশ্লিষ্ট স্থানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, ছিটমহলভুক্ত এলাকায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা প্রদান ইত্যাদির নিমিত্ত সুবিধাজনক স্থানে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক এই অঞ্চলে কমিউনিটি ভিত্তিক সমৃদ্ধি আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

১৩.১.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- ❒ সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের জনগোষ্ঠীর মাঝে আইসিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মৌলিক আইসিটির জ্ঞান বিস্তার।
- ❒ সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের তরুণ জনগোষ্ঠীকে হাতে কলমে আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা প্রদান।
- ❒ সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আইসিটি শিক্ষার উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ।
- ❒ সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার জনগণের মাঝে সরকারি বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।

১৩.১.২ কর্মসূচির কার্যক্রম:

- ❒ আইসিটিতে অনভিজ্ঞ এবং আগ্রহী ৯০০ জন তরুণ/তরুণীকে Basic ICT Literacy প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ❒ আইসিটিতে ন্যূনতম জ্ঞানসম্পন্ন ৩০০ জন তরুণ/তরুণীকে IT Support Technician বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ❒ সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার ০৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
- ❒ সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকায় ০২ টি সুবিধাজনক Digital Service Employment & Training Center (D-SET) স্থাপন।

১৩.১.৩ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

কর্মসূচীর আওতায় ইতোমধ্যে সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভূক্ত এলাকায় ০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং সুবিধাবঞ্চিত ৯০০ জন তরুণ/তরুণীকে ১২ দিনব্যাপী "Basic ICT Literacy" এবং ৩০০ জন তরুণ/তরুণীকে ৭৮ দিনব্যাপী "IT Support Technician (NTVQF-Level- 1)" আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মসূচির আওতায় ছিটমহলভূক্ত এলাকায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন, সাইবার ক্যাফে/ফ্রিল্যান্সিং সেন্টার তৈরী, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ই-সেবা প্রদান ইত্যাদির নিমিত্ত পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রামে ০২টি অত্যাধুনিক আইসিটি যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ "Digital Service Employment & Training Center (D-SET)" স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন-আমার গ্রাম আমার শহর, তারুণ্যের শক্তি, মানসম্মত শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের নানামূখী উদ্যোগের অংশ হিসেবে স্থাপিত D-SET সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চিত্র ৪২: D-SET Center, মফিজার রহমান কলেজ মাঠ সংলগ্ন, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়

চিত্র ৪৩: D-SET Center, দাসিয়ারছড়া বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ সংলগ্ন, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম

D-SET সেন্টারের উল্লেখযোগ্য সরকারি সেবাসমূহ হলো: জমির পর্চা, জীবন বীমা, পল্লী বিদ্যুতের বিল পরিশোধ, সরকারি ফরম, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, অনলাইন জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ভিজিএফ-ভিজিডি তালিকা, নাগরিক সনদ, বিভিন্ন নাগরিক আবেদন, কৃষি বিষয়ক তথ্য, স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রভৃতি। বেসরকারি সেবাসমূহ হলো: এজেন্ট/ মোবাইল ব্যাংকিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ছবি তোলা, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ইমেইল, চাকুরির তথ্য, কম্পোজ, ব্রিটিশ কাউন্সিলের ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ক তথ্য, ভিসা আবেদন ও ট্র্যাকিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, প্রিন্টিং, স্ক্যানিং, ফটোকপি, লেমিনেটিং প্রভৃতি। এছাড়া নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন, সাইবার ক্যাফে/ফ্রিল্যান্সিং করা D-SET এর মূল লক্ষ্য, যাতে এ-সব প্রতিষ্ঠান ২০২১ সালের মধ্যে একটি তথ্য ও জ্ঞান-ভিত্তিক দেশ প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এ সব কেন্দ্র সরকারি-বেসরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনগনের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে, প্রযুক্তি বিভেদ দূর করতে ও সকল নাগরিককে তথ্য প্রবাহের আধুনিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করতে সুদুর প্রসারী ভূমিকা রাখবে ।

১৩.১.৪ D-SET থেকে প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

- ছিটমহলভুক্ত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে ডিজিটালাইজেশনের সুফল আনয়ন;
- তরুণ জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের জন্য যুগোপযোগী আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে নিয়মিত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি;
- ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে ছিটমহলভুক্ত এলাকায় সরকারি বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণ ও প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি হচ্ছে;

১৪ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

১৪.১ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

উদ্দেশ্য

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সারাদেশে আইসিটি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, আইসিটির নিত্যনতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

Establishment of Sheikh Russel Digital Labs-2nd Phase

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

বাস্তবায়ন অগ্রগতি: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ৯.৮১ (নয় কোটি একাশি লক্ষ) টাকা। ৮৫% হিসেবে অবমুক্ত ৮.৩৩৮৫ (আট কোটি তেত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা। ব্যয়ের পরিমাণ ৮.৩২১০ (আট কোটি বত্রিশ লক্ষ দশ হাজার) টাকা। যা শতকরা হিসেবে ৯৯.৮৮%।

প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ইতিমধ্যে ৩১টি টেন্ডার এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ৫০০০টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও ৩০০টি স্কুল অফ ফিউচার স্থাপনের নিমিত্ত সকল জেলার আবেদন যাচাই বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১৫ সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ

১৫.১ Central Aid Management System (CAMS)

তৃণমূল পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল অভিগমন, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন, এবং জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে কর্মরত জেলার ৫ জন দক্ষ প্রোগ্রামার বাংলাদেশ সরকারের মানবিক সহায়তা বিতরণের কাজের গতিশীলতা ও নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের লক্ষে পেশাগত দায়বদ্ধতা থেকে স্ব-উদ্যোগে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যার তৈরি করে এবং প্রাথমিকভাবে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় টাঙ্গাইল জেলায় উল্লিখিত সফটওয়্যারটি খাদ্য মন্ত্রনালয়ের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর চাল বিতরন ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরিকৃত Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যারটির কলেবর বৃদ্ধি পূর্বক সকল মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহনের নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের "Find technology. Innovate, don't imitate" উক্তিকে সামনে রেখে বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশানুসারে CAMS এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চতুর্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পর্যায়ে সরকারি কারিগরি ক্ষেত্রে "ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার-২০২০" অর্জন করেছে Central Aid Management System (CAMS).

Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যারটিতে সকল মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার উপযোগীকরনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ high performance features সংযুক্ত করা হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য features:

- CAMS মানবিক সহায়তা/সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের জন্য গৃহীত কর্মসূচির আওতায় সকল সুবিধাভোগীদের তথ্যভান্ডারসহ একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম।
- পরিচয় (NID তথ্যভান্ডার) এর সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে সঠিক উপকারভোগী নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ পূর্বক স্বচ্ছ তালিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- প্রকৃত উপকারভোগীর সরাসরি উপস্থিতিতে OTP (One Time Password) প্রেরণের মাধ্যমে CAMS-এ নিবন্ধন সম্পন্ন হবে।
- ৩৩৩ নম্বরে কল করার মাধ্যমে মানবিক সহায়তার কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে নিবন্ধন সহায়তা পাওয়া যাবে।
- CAMS সিস্টেমটিতে Secured Socket Layer (SSL) সংযুক্ত এবং Software Quality Testing & Certification Center (SQTC) কর্তৃক নিরাপত্তা পরীক্ষিত।
- CAMS সিস্টেমটিতে বিভিন্ন সেফটিনেটের আওতায় থাকা উপকারভোগীর তালিকার সঙ্গে Cross-Matching এর মাধ্যমে দ্বৈততা পরিহার করার ব্যবস্থা রয়েছে।

- CAMS সিস্টেমের ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলা/উপজেলা হতে মনিটরিং ও প্রয়োজন অনুযায়ী রিপোর্ট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS-এ User Role ভিত্তিক তথ্য হালনাগাদ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- CAMS Mobile Apps -এর মাধ্যমে মানবিক সহায়তা বিতরণে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফেসিয়াল রিকগনিশন, OTP (One Time Password) ও জাতীয় পরিচয়পত্র/QR কার্ডের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS সিস্টেম হতে সময়ে সময়ে মানবিক সহায়তা বিতরনের তথ্য, বিতরনের স্থান ও সময় সম্পর্কে উপকারভোগীকে মুঠো বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS সিস্টেমটি 4 Tier Data Center (4TDC) -এ মাল্টিপল ডাটাবেজ সার্ভার ও অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার এবং লোড ব্যালেন্সার এর মাধ্যমে Scalable থাকায় নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান সম্ভব।

CAMS এর মাধ্যমে মুজিববর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়।

মুজিববর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের বিভিন্ন সময়ের নির্দেশনার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সারা দেশ থেকে Central Aid Management System (CAMS)-এর মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের কারিগরি সহায়তায় উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে উক্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে যোগ্য বিবেচনায় মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৫ লক্ষ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মানবিক সহায়তা বিতরণ কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর প্রশংসিত হয় এবং এ ক্ষেত্রে নগদ অর্থ প্রেরণে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করায় বাংলাদেশ সরকারের ৩৫৬ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

(সূত্র – Daily Star, ১২ অক্টোবর ২০২০ খ্রিঃ)

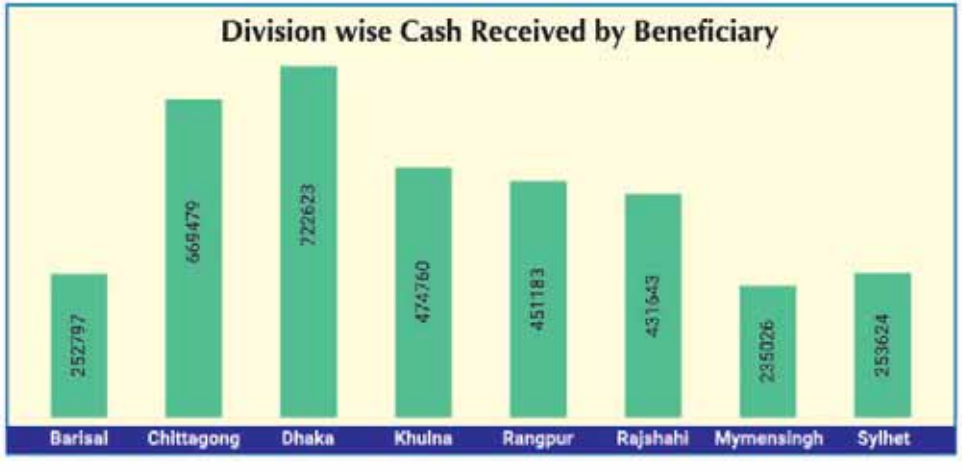

১৫.২ সুরক্ষা" কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম:

করোনাভাইরাস মহামারি সারা বিশ্বকে পাল্টে দিয়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এরপর সময় যত গড়িয়েছে সংক্রমণ তত বেড়েছে।

২০২০ সালের শেষের দিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাভাইরাসের টিকার অনুমোদন দেয়। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেও বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশ টিকার স্বপ্ন দেখা শুরু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। গত ২১ জানুয়ারি ২০২১ ভারতের দেওয়া উপহার হিসেবে ২০ লাখ ডোজ করোনার টিকা বাংলাদেশে এসে পৌঁছায়। এর পরপরই ২৩ জানুয়ারি চুক্তির ৩ কোটি ডোজ টিকার প্রথম ২০ লাখ বাংলাদেশে এসে পৌঁছায়।

চিত্র ৪৫ : কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন প্রদান কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

টিকা বাংলাদেশে এসে পৌঁছানোর পরপরই জনমনে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে কীভাবে এই টিকা মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করা হবে। জনমনের সব বিভ্রান্তি দূর করে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ এর অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রোগ্রামারদের একটি দল নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" www.surokkha.gov.bd সিস্টেমটি প্রস্তুত করেছে। প্রস্তুতকৃত সুরক্ষা সিস্টেমটি সরকারের কোন অর্থ ব্যয় ছাড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সরবরাহ করা হয়েছে। নাগরিক নিবন্ধন ও ভ্যাক্সিন প্রদান সহ ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষা সিস্টেমটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ব্যবহার করতে পারবে। উক্ত সিস্টেমটির উন্নয়ন এবং পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একসাথে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এম পি, অত্র বিভাগের সুযোগ্য সিনিয়র সচিব এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সরাসরি এই সিস্টেমটির উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন। সুরক্ষা সিস্টেমটির মাধ্যমে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ কোটি ৫ লক্ষ ৬৫৫ জন মানুষ তাদের নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের তৈরিকৃত surokkha.gov.bd নামের একটি ওয়েবসাইট ও "সুরক্ষা" নামের android mobile app করোনাভাইরাসের টিকা প্রদানের রেজিস্ট্রেশন এবং টিকা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য অনলাইণে সিস্টেম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সুরক্ষা একটি সরকারি ওয়েবসাইট। টিকা গ্রহণে আগ্রহীরা এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাঁদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ফোন নম্বর ব্যবহার করে নিবন্ধন করেন। অনলাইনে নিবন্ধনের পর একটি টিকা কার্ড প্রদান করা হয়, সেটি প্রিন্ট করে নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হয় এবং টিকা গ্রহণের সময় সেটি প্রদর্শন করতে হয়। এরপর অনলাইনে নিবন্ধনকৃত তথ্য যাচাইপূর্বক পর্যায়ক্রমে টিকা প্রদানের তারিখ ও কেন্দ্রের নাম উল্লেখপূর্বক মুঠোফোনে বার্তা পাঠানো হয়। বার্তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে নির্ধারিত তারিখে টিকাদান কেন্দ্রে গিয়ে করোনার টিকা গ্রহণ করা যায়। এভাবে খুব সহজে একজন ব্যক্তি সুরক্ষা ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের মাধ্যমে টিকা গ্রহণ করতে পারছেন। অনেকেই বলছেন, সরকারের সবচেয়ে স্বচ্ছ এবং সুশৃঙ্খল একটি সেবা হচ্ছে এই করোনা টিকাদান সেবা, যেখানে কোনো ধরনের ঝামেলা বা হয়রানির শিকার না হয়েই টিকা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশী প্রযুক্তিবিদদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই অসাধারণ সুরক্ষা নামের ওয়েবসাইটটি তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে টিকা প্রদান করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এত সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে সচরাচর আর কোথাও দেখা যায়নি নিকট অতীতে।

সুরক্ষা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় টিকা প্রদানের মতো এত বড় একটি জটিল বিষয়কে খুব সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিশাল একটি অর্জন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক নেতৃত্ব ও সময়োচিত পদক্ষেপের কারণেই আজ বাংলাদেশের মানুষ বিনা মূল্যে টিকা গ্রহণ করছে।

সুরক্ষা প্ল্যাটফর্ম প্রমাণ করে দিয়েছে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সরকারি সেবা সহজীকরণ ও দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় সুরক্ষা ওয়েবসাইটটি এবং টিকা প্রদানের পুরো প্রক্রিয়াটি বাংলাদেশে সরকারি সেবা সহজীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের একটি অনন্য উদাহরণ এবং রোল মডেল। বিশ্বের অন্যান্য দেশ বাংলাদেশের সাফল্যকে তাদের পথচলার পাথেয় হিসেবে ব্যবহার করবে এবং টিকাদান প্রক্রিয়াকে আরও সহজীকরণ করবে।

১৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ:

১৬.১ "শি পাওয়ার: প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন-২য় পর্যায়" (She Power Project (Phase-2): Empowerment of Women Through ICT Frontier Initiative)

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	"শি পাওয়ার: প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন-২য় পর্যায়" (She Power Project (Phase-2): Empowerment of Women Through ICT Frontier Initiative)
মেয়াদ	১ অক্টোবর -২০২১ খ্রি. – ৩০ সেপ্টেম্বর-২০২৪ খ্রি.
প্রাক্কলিত ব্যয়	২৫২,৯৬.০২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
প্রকল্প এলাকা	৪৪ টি জেলার ১৩০ টি উপজেলা (নরসিংদী, গাজীপুর, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা, বরগুনা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, কুড়িগ্রাম, শেরপুর, নেত্রকোণা)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম নিরাপদ ব্যবহার করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যোক্তা হিসাবে তাদের টেকসই ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা:

৪৩টি জেলার সদর উপজেলাসহ মোট ৩টি উপজেলা ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাসহ মোট ১৩০ টি উপজেলায় তথ্য প্রযুক্তিতে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে তিনটি ক্যাটাগরিতে মোট ২৫,১২৫ জন নারীকে ০৫ (পাঁচ) মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান

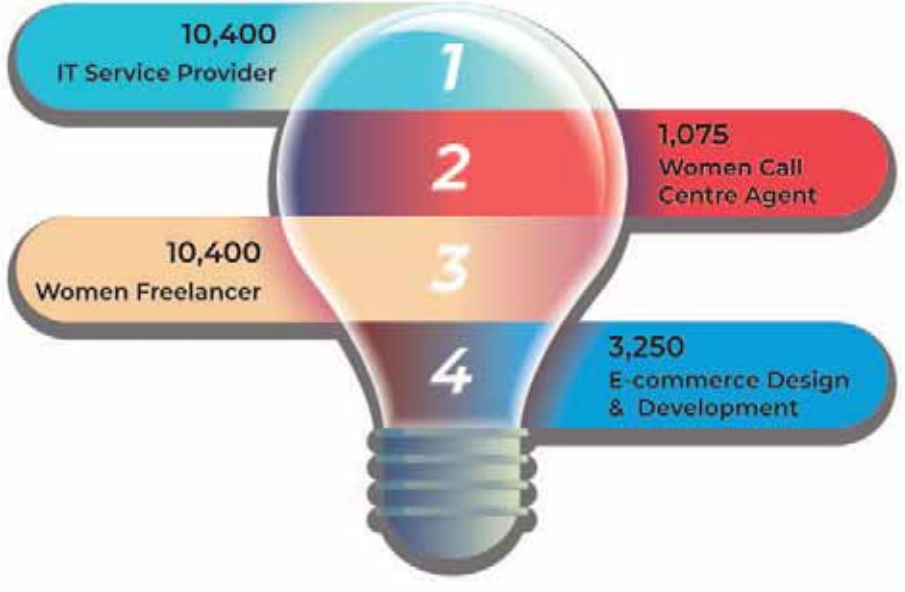

(গ) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

এছাড়া, গত ১৬, ২১ ও ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে প্রকল্পের গ্রাফিক্স ডিজাইন, উইমেন কল সেন্টার এজেন্ট, ই-কমার্স প্রফেশনাল ও ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্স মডিউল ও ডিপিপি প্রণয়ন এর বিষয়ে মোট ৮টি স্টেকহোল্ডার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের ডিপিপি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে গত ২০/০৪/২০২০ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২২ জুলাই, ২০২০ তারিখে প্রকল্পের যাচাই - বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৯ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে প্রকল্পের জনবল প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে এবং ডিপিপি অনুমোদনের জন্য আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য) - এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

গত ০৫ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অর্থ বিভাগে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ বিষয়ক আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটির সভায় প্রকল্পের জনবল অনুমোদিত হয়েছে।

১৬.২ প্রকল্পের নাম: ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (Establishing Digital Connectivity)

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার আইসিটিকে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত জ্ঞানভিত্তিক ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন, নাগরিকের জন্য অর্থবহ ডিজিটাল সংযোগ কাঠামো স্থাপন, জনগণের দোরগোড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছে দেয়া এবং বেসরকারি খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত কানেক্টিভিটি পৌঁছে দেয়াসহ একটি আইসিটি প্লাটফর্ম স্থাপনের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক 'Establishing Digital Connectivity (EDC)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র ৪৮ : প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত DoICT #21 Tower এর মডেল

চিত্র ৪৯ : প্রকল্পের আওতায় উপজেলার কমপ্লেক্স ভবনসমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত হবে; প্রান্তিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলের তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে; উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সর্বোপরি CRVS (Civil Registration and Vital Statistics) সংশ্লিষ্ট সেবাসহ প্রশাসনিক কার্যক্রমে ই-গভর্ন্যান্স প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে। প্রকল্পটি সার্বিক অর্থে সকল নাগরিকের জন্য ডিজিটাল সেবা গ্রহণ, জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ সমাজ গঠন এবং কর্মসংস্থান ও নতুন কাজ সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গিকার 'আমার গ্রাম আমার শহর' ও 'তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' বাস্তবায়নেও প্রকল্পটি বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় আইসিটির যথাযথ ও নিরাপদ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল সর্বনিম্ন স্তরের সরকারি অফিসসমূহের মধ্যে কানেক্টিভিটি প্রদান, ই-লার্নিং এর সুযোগ সৃষ্টি এবং সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটি চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনার রয়েছে এবং খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য একনেক সভায় উপস্থাপন করা হবে।

১৬.৩ সারাদেশে ৪৯২টি উপজেলায় এলইডি (LED) ডিসপ্লে স্থাপন প্রকল্প (Establishment of LED Display Board in 492 Upazilas)

উদ্দেশ্য

সরকারি বিভিন্ন কর্মকান্ড, তথ্য ও সেবাসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রচারের মাধ্যমে নাগরিক সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা।

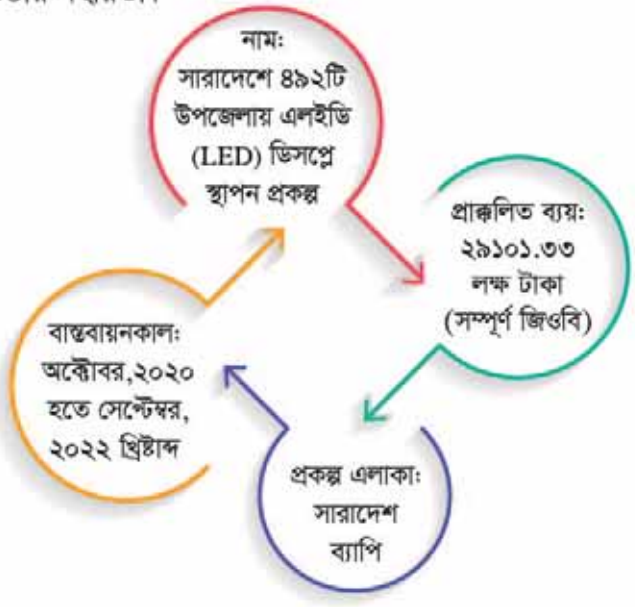

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের জনবল প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। গত ০৯ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমান এটি পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা

১৬.৪ ডিজিটাল অপর্চুনিটি ফর ইয়ুথ (Digital Opportunity for Youth (DOY))

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	ডিজিটাল অপর্চুনিটি ফর ইয়ুথ (Digital Opportunity for Youth (DOY))
মেয়াদ	অক্টোবর-২০২০ খ্রি. - সেপ্টেম্বর-২০২২ খ্রি.
প্রাক্কলিত ব্যয়	৪৪১৬.৮৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
প্রকল্প এলাকা	সমগ্র বাংলাদেশ

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক্যারিয়ার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম (হোয়াট'স নেক্সট)
একটি (০১) ইন্টেলিজেন্ট এডুকেশন এবং ক্যারিয়ার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম (হোয়াট'স নেক্সট) তৈরি।

সনদপত্র যাচাইকরণ প্লাটফর্ম
একটি (০১) সনদপত্র যাচাইকরণ প্লাটফর্মের প্রবর্তন।

ই-কমার্স লার্নিং প্লাটফম
একটি (০১) ডিজিটাল ই-কমার্স লার্নিং প্লাটফর্ম তৈরি ও পরিচালনা।

গবেষণা ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম
একটি (০১) উন্মুক্ত জাতীয় গবেষণা ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্মের সূচনা

টেলিস্কুল পরিচালনা
একটি (০১) টেলিস্কুল পরিচালনা সিস্টেমর মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

স্মার্ট হেলথ মনিটরিং
একটি (০১) ডিজিটাল হেলথ মনিটরিং সিস্টেম উদ্ভাবন

(গ) কার্যাবলীঃ

ডিজিটাল অপর্চুনিটি ফর ইয়ুথ (DIGITAL OPPORTUNITY FOR YOUTH)

- একটি গবেষণা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরী এবং সমৃদ্ধকরণ। ৩'শতাধিক প্রাতিষ্ঠানিক গবেষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, দুই সহস্রাধিক তরুণ গবেষককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রচারণার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ। দেশের ১০ টি সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ডিজিটাল কিয়োস্ক স্থাপন।
- গবেষণা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে একটি শিক্ষা সনদপত্র যাচাইকরণ প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন এবং প্রাথমিকভাবে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দুটি প্রশিক্ষণ সনদপত্র প্রদানকারী সরকারি কার্যালয়ে বাস্তবায়ন। প্লাটফর্মটি ব্যবহারের জন্য ২০০ জন ব্যবহারকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান। তৈরিকৃত প্ল্যাটফর্মটির আরো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা।
- ৩৭৫ জন তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ৩০০ জন দক্ষ স্মার্ট স্বাস্থ্যকর্মী তৈরী, এবং তাদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো, অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার ধারণা তৈরি, মাঠপর্যায় হতে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবাগ্রহীতাদের তথ্য-উপাত্ত লাভ এবং সচেতনতা সৃষ্টি।
- ঘরে বসে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণের উপযোগী ইন্টার‍্যাক্টিভ ই-কমার্স লার্নিং প্ল্যাটফর্ম তৈরী এবং প্রচলনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনা সহজিকরণ।

(ঘ) বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

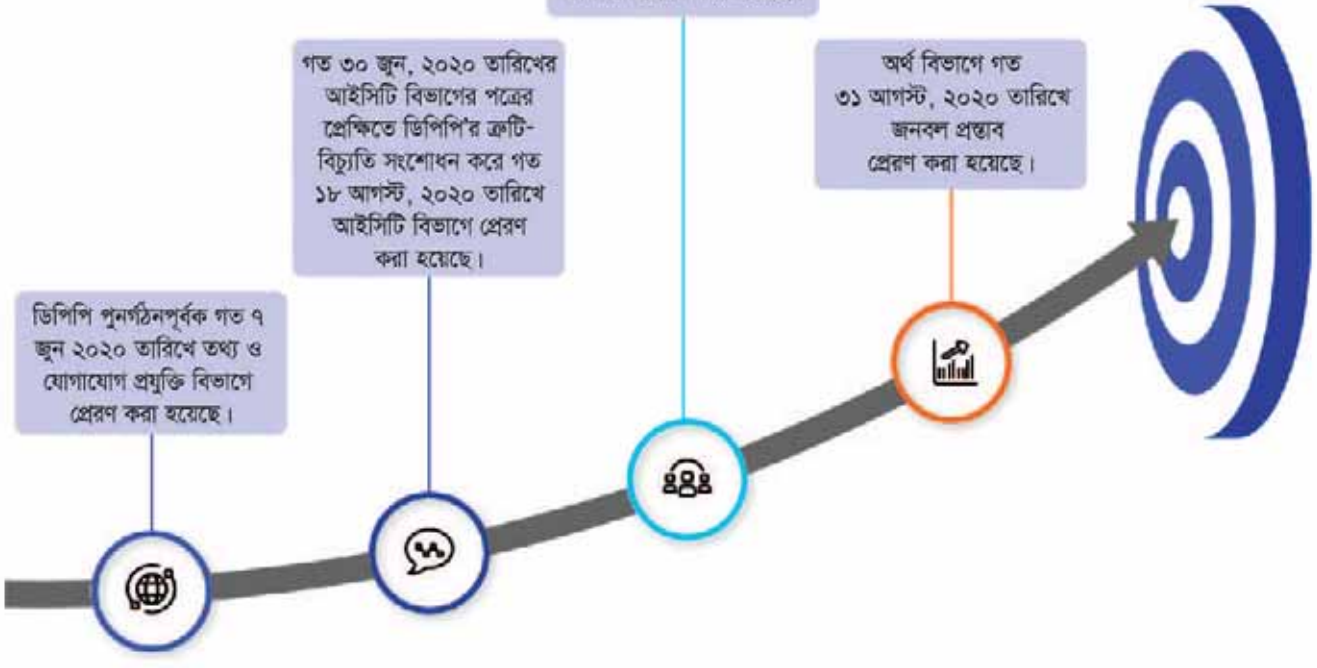

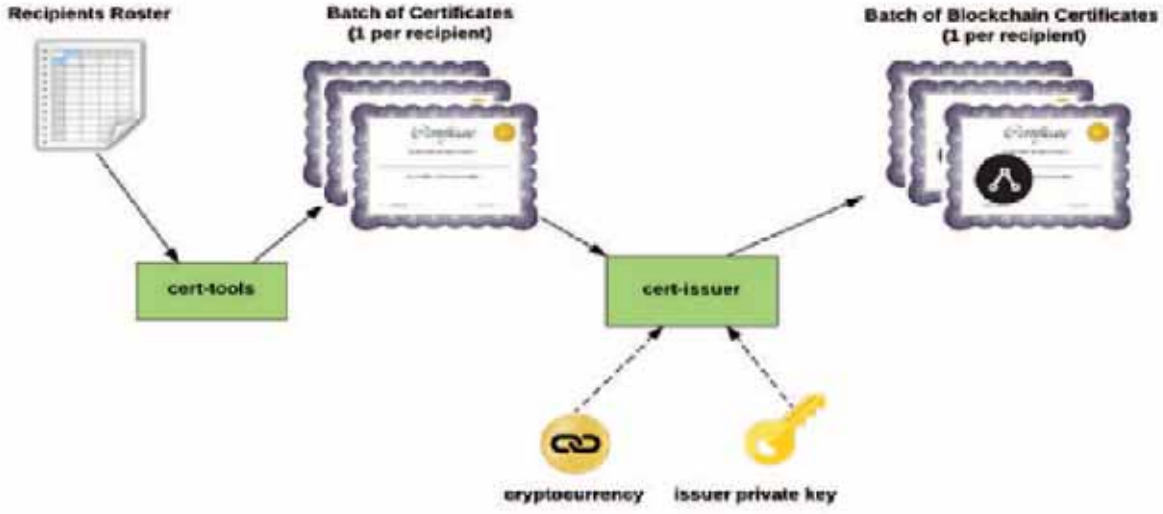

চিত্র ৫০ : ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুইটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে সনদপত্র যাচাইকরণ প্ল্যাটফর্মের প্রবর্তন।

১৬.৫ "ডিজিটাল কনটেন্ট শিল্প সমৃদ্ধকরণ" (Accelerating Digital Content Industry)

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	ডিজিটাল কনটেন্ট শিল্প সমৃদ্ধকরণ (Accelerating Digital Content Industry)
মেয়াদ	জানুয়ারি ২০২২ - ডিসেম্বর ২০২৫
প্রাক্কলিত ব্যয়	৩১,১৩০.৫৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
প্রকল্প এলাকা	সমগ্র বাংলাদেশ

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(গ) কার্যাবলীঃ

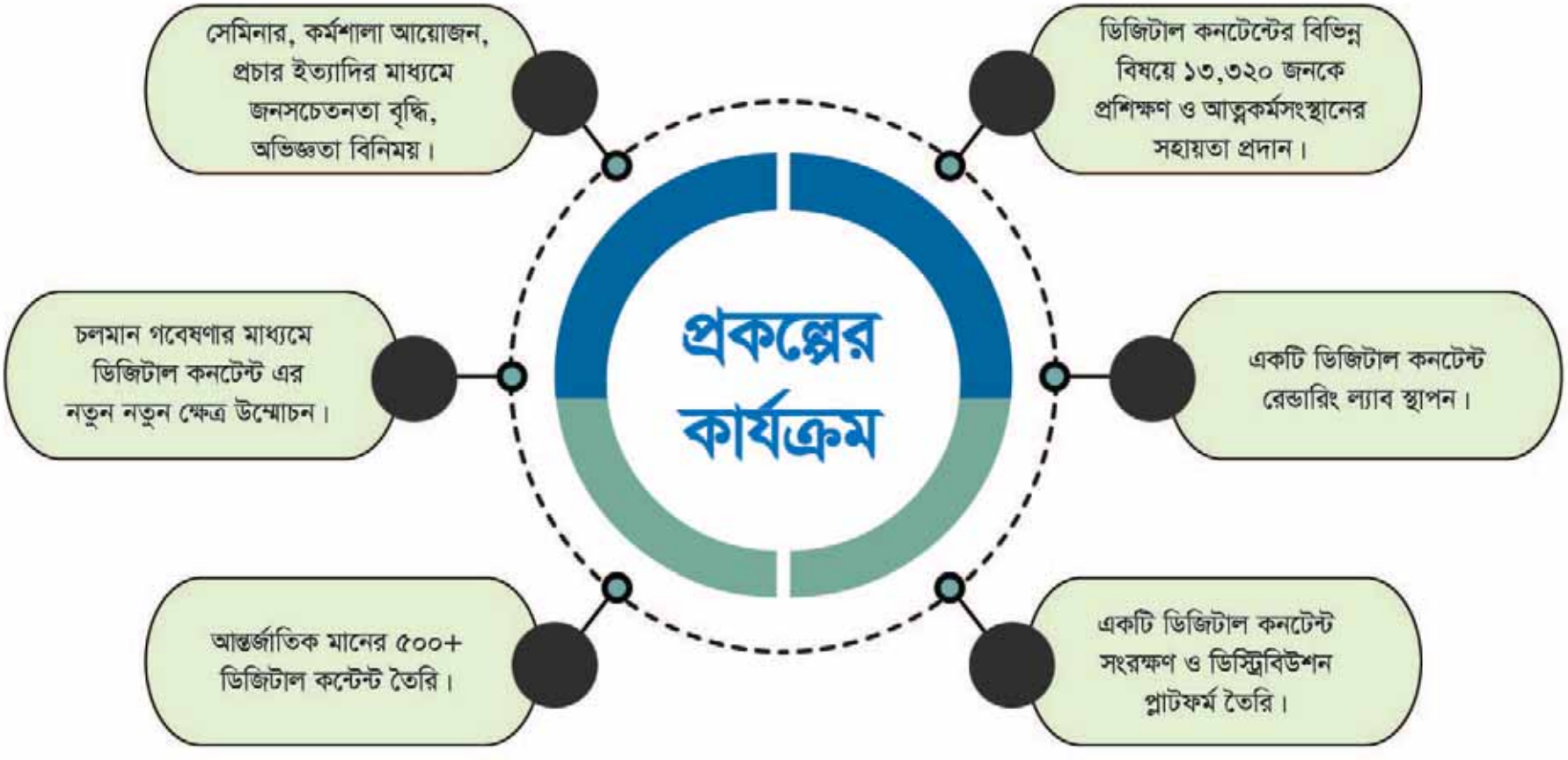

(ঘ) বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

IIFC কর্তৃক প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। DPP খসড়া তৈরি চলমান রয়েছে।

১৬.৬ Digitalization of Islands, Beel and Haor area (DIBH)"

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আইসিটি বিভাগ অগ্রাধিকারভিত্তিক চারটি স্তম্ভ যথাক্রমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থবহ ডিজিটাল সংযোগ প্রতিষ্ঠা, ই-গভর্নেন্স ও তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করার জন্য নিরালসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় দুর্গম এলাকায় ইন্টানেট সংযোগ পৌঁছে দিতে ডেনমার্ক সরকারের আর্থিক আনুকুল্যে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত দ্বীপসমূহ, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হাওর সংলগ্ন অঞ্চলসমূহ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বিল সংলগ্ন অঞ্চলসমূহে বসবাসকারীদের তথ্য প্রযুক্তিসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে ডেনমার্ক সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর "Digitalization of Islands, Beel and Haor area (DIBH)" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবলের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে উচ্চ গতির ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপন, ১০০+ টেকনিক্যাল রিসোর্স সেন্টার স্থাপন (Bangladesh Denmark Service Employment & Training Center (BD-SET)), মানব সম্পদ উন্নয়নসহ স্থানীয় ই-সেবা সর্ম্পকিত সমস্যা সমাধানকল্পে আইসিটি ভিত্তিক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার।

চিত্র ৫১: প্রকল্প কার্য পরিধি

আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশের স্বপ্নপূরণে তথ্য প্রযুক্তি খাতের অবদান অনস্বীকার্য। তথ্য প্রযুক্তি খাতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে বাংলাদেশ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এক নতুন উচ্চতায় প্রবেশ করেছে। আইসিটি অধিদপ্তর একটি পেশাদার সংস্থা হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত ভিশন-২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধান কার্যালয় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত এ অধিদপ্তরে IT/ITES Enabled জনবল নিয়োজিত থাকায় তথ্য প্রযুক্তির প্রতিটি উন্নয়ন বাস্তবায়নে সক্ষমতা রয়েছে। অধিদপ্তরে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সর্বাত্মক আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুখী সমৃদ্ধশীল সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠাই মূল লক্ষ্য।

এই প্রকাশনাটি আমাদের কাজে উৎসাহ যোগাবে এবং আগামীদিনের তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত হিসেবে কাজ করবে।

DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady.

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

যোগাযোগ ও মতামতঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার,
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

+88-02-41024070

info@doict.gov.bd

http://doict.gov.bd/forms/form/feedback

www.doict.gov.bd

https://www.facebook.com/Department.of.ICT